

শুক্ল-যজুৰ্বেদীয়  
ঈশোপনিষৎ



শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-  
শঙ্করভগবৎকৃত-ভাষ্যসমেত

মূল, অম্বয়মুখী-ব্যাখ্যা-মূলানুবাদ-ভাষ্য-ভাষ্যানুবাদ ও  
টিপ্পনী সহিত ।



সম্পাদক ও অনুবাদক  
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ।

সহকারী সম্পাদক সদ্ধাধিকারী ও প্রকাশক

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত ।

লোটাস্ লাইব্রেরী,

৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

১৩১৮ সাল ।

প্রিন্টার :—শ্রী আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,  
মেট্রিকাফ্ প্রেস,  
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রিট,—কলিকাতা ।

## আভাস ।

একদা আদিপুরুষ ব্রহ্মা যোগাসনে সমাসীন হইয়া, স্থিরচিত্তে পরমাত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় কল্যাণময় পরমেশ্বরের রূপায় তাঁহার হৃদয়-কন্দরে একটি অক্ষুট নাদধ্বনি অভিব্যক্ত হইল ; পরে সৰ্ব্বেশ্বরের বীজরূপী, ব্রহ্মনাম প্লেব ও স্বর-ব্যাঞ্জনময় বর্ণরাশি একে একে অভিব্যক্ত হইল । তখন ব্রহ্মা সেই বর্ণরাশির সহযোগে যে শব্দসমূহ চতুর্শ্লুখে উচ্চারণ করিলেন জগতে তাহাই 'বেদবিদ্যা' বলিয়া বিখ্যাত হইল ।

অনন্তর, তিনি সেই অপূৰ্ণ বেদবিদ্যার বিস্তার-মানসে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণকে তাহা শিক্ষা দিতে লাগিলেন । ক্রমে বৈদিক জ্ঞানালোক জগতে প্রসারিত হইয়া পড়িল । এইরূপে যুগযুগান্তর চলিতে লাগিল ; ক্রমে বাপর যুগ আসিয়া উপস্থিত হইল । তখন,—

“পরশরাৎ সত্যবত্যাং অংশাংশ কলয়া বিভুঃ ।

অবতীর্ণো মহাভাগঃ বেদং চক্রে চতুর্বিবধম্ ।

ঋগথর্ব্ব-যজুঃসাম্নাং রাশীন্ উক্ত্য বর্গশঃ ।

চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে মল্লৈর্মণিগণা ইব ॥”

ভগবান্ নারায়ণ পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে অবতীর্ণ হন ; তাঁহার নাম হইল ‘কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন’ । তিনি বেদশিক্ষার সৌকর্য্যার্থ এক এক শ্রেণীর মন্ত্রসমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়া ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব নামে চারিটি সংহিতা সংকলন করিলেন । এই প্রকার বেদ-বিভাগের ফলে তখন হইতে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের অপর নাম হইল—‘বেদব্যাস’ ।

বেদব্যাস কেবল বেদ-বিভাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না ; যাহাতে সে সকলের সুবহুল প্রচার হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । প্রথমে নিজের প্রধান শিষ্য পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্ত, এই চারি জনকে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই চারিটি সংহিতা শিক্ষা দিলেন । শিক্ষাপ্রাপ্ত সেই শিষ্যগণ আবার নিজ নিজ শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যথাযথরূপে চতুর্বেদের শিক্ষা দিতে লাগিলেন । তন্মধ্যে বৈশম্পায়ন-শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের কথাই এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

এক সময় ঋষিগণ্ডলে একটি নিরম নিবদ্ধ হয় বে,—

“ঋষির্ষোহদ্য মহামেরৌ সমাজে নাগমিষ্যতি ।

তস্ম বৈ সপ্তরাত্রা তু ব্রহ্মহত্যা ভবিষ্যতি ॥”

অন্য এই মে শিশুগণস্থিত ঋষিসমাজে বে ঋষি সনাগত না হইবেন, সপ্তরাত্রির মধ্যে তাঁহাকে ব্রহ্মহত্যাগাপে লিপ্ত হইতে হইবে। কিন্তু এইরূপ নিয়ম সঙ্ঘেও মহর্ষি বৈশম্পায়ন কোন কারণে সেই সমাজে উপস্থিত হইতে পারেন নাই; অথচ ঘটনাক্রমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই অতর্কিতভাবে তাঁহার দ্বারা একটি ব্রহ্মহত্যা সংঘটিত হইয়া পড়ে। তখন তিনি স্বীয় পাপবিমোচনার্থ নিজের প্রতিনিধিরূপে শিষ্যগণকে তপস্যা করিবার আদেশ করিলেন। শিষ্যগণও অবনতমস্তকে গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্যপূর্বক তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময় অত্যন্ত শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য আসিয়া বৈশম্পায়নকে বলিতে লাগিলেন,—

“যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ তচ্ছিষ্যামাহাহো ভগবন্ ! কিয়ৎ ।

চরিতেনাল্লসারাণাং, করিষ্যেহং হৃদ্বশ্চরম্ ॥”

ভগবন্! আপনার এই সকল শিষ্য অতি অসার—হীনবীৰ্য্য; ইহাদের দুর্দীর্ঘ তপস্তায়ও আপনার অভীষ্ট ফল লাভের আশা নাই। আজ্ঞা করুন, আমিই উগ্র তপস্তাদ্বারা আপনার পাপ বিম্বস্ত করিব। যাজ্ঞবল্ক্যের এবং বিধ পবিত্র বচন শ্রবণ করিয়া—

“ইত্যুক্তো গুরুরপ্যাহ কুপিতো বাহুলং ইয়া ।

বিপ্রাবজ্জা শিষ্যেণ, মদধীতং ত্যজাম্বিতি ॥”

যাজ্ঞবল্ক্য-গুরু বৈশম্পায়ন কোপসহকারে বলিলেন,—‘তোমার ভ্রাতৃভ্রাতৃপুত্রসকল শিষ্য আমার প্রয়োজন নাই; তুমি অবিলম্বে চলিয়া যাও, এবং আমার নিকট যে কিছু বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ, তাহা প্রত্যর্পণ কর।’ অভিমানী যাজ্ঞবল্ক্যও গুরুর আদেশানুসারে অধীত সমস্ত বেদবিদ্যা তৎক্ষণাৎ উল্লীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তত্রত্য কতিপয় ঋষি ঐরূপে বেদের দুর্দশা দর্শনে হুঃখিত হইয়া, উল্লীর্ণ রাশি গ্রহণে অভিলাষী হইলেন; কিন্তু মনুষ্যদেহে বাস্তব ভক্ষণ অবিহিত বিবেচনা করিয়া, তিত্তিরী পক্ষীর রূপ ধারণ করিলেন; এবং সেই শরীরে উল্লীর্ণ বেদসমূহ ভক্ষণ করিলেন; অনন্তর তাহারা নিজ নিজ

সম্প্রদায় মধ্যে সেই বেদের প্রচার করিতে থাকিলেন। তদবধি সেই বেদভাগ ‘কৃষ্ণযজুর্বেদ’ ও ‘তৈত্তিরীয় শাখা’ নামে প্রসিদ্ধ হইল।

এদিকে বাজবল্য সমস্ত বেদবিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া, নিতান্ত বিষয়চিন্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বেদবিজ্ঞানহীন জীবন পশুব জ্ঞান হীন ও ঘণার পাত্র ; এখন কি উপায়ে কাহার নিকট বেদ শিক্ষা করি। এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার স্মরণ হইল যে,—

“ঋগ্ভিঃ পূর্ব্বাহ্নে দিবি দেব ঈয়তে, যজুর্বেদে তিষ্ঠতি মধ্যে অহুঃ ।  
সামবেদেনাস্তময়ে মহীয়তে, বেদৈরশূন্যস্তিভিরেতি দেবঃ ॥”

এই স্বপ্নঃ প্রকাশমান সূর্য্যদেব পূর্ব্বাহ্নে ঋগ্বেদে ভূষিত হইয়া, গগনে উদ্ভিত হন ; মধ্যাহ্নে যজুর্বেদে অধিষ্ঠান করেন এবং সায়ংসময়ে সামবেদে শোভিত হন ; ইনি ত্রিসন্ধ্যাই বেদশূন্য হইয়া থাকেন না। অতএব, ইহার নিকটই বেদ শিক্ষা করিব। বাজবল্য এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া সূর্য্যের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, সূর্য্যদেবও আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া, বাজীরূপ ধারণ পূর্ব্বক বাজবল্যকে বেদবিজ্ঞা শিক্ষা দিলেন। সূর্য্যোপদিষ্ট এই বেদভাগকে ‘কৃষ্ণযজুর্বেদ’ বলা হয়, এবং সূর্য্যের বাজ (কেশর) হইতে নির্গত হইয়াছে বলিয়া—কিংবা বাজ অর্থে—অন্ন, সনি অর্থ ধন (সম্পৎ)।—বাজবল্যের অন্নসম্পত্তি প্রচুর ছিল, এই কারণে তাঁহার নাম বাজসনি ; তাঁহার অধীত বলিয়া ইহার অপর নাম হইয়াছে ‘বাজসেন্যী সংহিতা’। বাজবল্য আবার এই বেদভাগকে কথ ও মধ্যম্নিন প্রভৃতি শিষ্য সম্প্রদায়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন ; এই কারণে কথও ‘মধ্যম্নিন’ প্রভৃতি শাখা সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপে শিষ্যসম্প্রদায়ের নামানুসারে কৃষ্ণযজুর্বেদেও ‘চরক’ ও ‘আধর্য্যাব’ প্রভৃতি কতকগুলি শাখার আবির্ভাব হইয়াছে।

“মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্বৈদনামধেয়ম্ ।” এই শ্রোত সূত্রানুসারে জানা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত বেদসমূহের আরও দুইটি সাধারণ বিভাগ আছে ; (১) মন্ত্রভাগ, (২) ব্রাহ্মণভাগ। মন্ত্রভাগ সাধারণতঃ ‘সংহিতা’ নামেই পরিচিত ; ইহাতে প্রধানতঃ যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়ার বিধি, নিষেধ, মন্ত্রও অর্থবাদ প্রভৃতি বিষয় সমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আর সংহিতা-ভাগে যে সকল গূঢ়রহস্য প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে, মন্দমতি পুরুষেরা পাছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া অন্তরূপ কদর্থ করে, এই শঙ্কায়

লোকহিতৈষিনী শ্রুতি নিজেই নিজের অভিপ্রায় যে অংশে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই অংশের নাম ব্রাহ্মণ। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণগণই বেদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, সেই সাদৃশ্য থাকায় বেদের মধ্যে ও ঐ ব্যাখ্যাংশই ‘ব্রাহ্মণ’ নামে অভিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ভাগের মধ্যেও অনেক প্রকার বিভাগ বিद्यমান আছে। অনাবশ্যক বোধে সে সকলের আলোচনা পরিত্যক্ত হইল। ব্রাহ্মণভাগে প্রধানতঃ স্তোত্র, ইতিবৃত্ত, উপাসনা ও ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রভৃতি বিষয় সমূহ বিস্তৃত হইয়াছে। এই ব্রহ্মবিজ্ঞাই বেদের সার বলিয়া ‘বেদান্ত’, এবং অজ্ঞান নিবৃত্তি ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া ‘উপনিষৎ’ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।

‘উপনিষৎ’ শব্দটি উপ+নি পূর্বক ‘ষদ্’ ধাতু হইতে রিপ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে উপ অর্থ—সামীপ্য বা সম্বন্ধ; ‘নি’—অর্থ—নিশ্চয়, ‘ষদ্’ অর্থ—প্রাপ্তি ও অবসান বা শিথিলীকরণ। যে বিজ্ঞা দ্বারা মুমুক্শুগণের শীঘ্র নিশ্চিত-রূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, কিংবা সংসার-নিদান অজ্ঞান উন্মূলিত করে; সেই ব্রহ্মবিজ্ঞার নাম ‘উপনিষৎ’। অধিকাংশ উপনিষৎই ব্রাহ্মণ ভাগের অন্তর্গত; সংহিতাভাগে উপনিষদের সংখ্যা অতি অল্প।

আলোচ্য ‘উপনিষৎ’টা গুরুষজুর্বেদীয় সংহিতাভাগ হইতে প্রাপ্তভূত; এই কারণে ইহাকে “বাজসনেয়া সংহিতোপনিষৎ” বলা হয় এবং প্রথমের ‘ঈশা’ শব্দ প্রযুক্ত থাকায় ‘ঈশোপনিষৎ’ বলা হয়। গুরু যজুর্বেদীয় সংহিতায় চল্লিশটি মাত্র অধ্যায় আছে। তন্মধ্যে প্রথম ঊনচল্লিশ অধ্যায়ে ‘দর্শপৌরমাণস’ যজ্ঞ হইতে ‘অশ্বমেধ যজ্ঞ’ পর্যন্ত কৰ্ম্মকাণ্ড বর্ণিত হইয়াছে। অন্তিম এক অধ্যায়ে অষ্টাদশ মন্ত্রে ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রকাশক উপনিষৎ আরম্ভ হইয়াছে।

ইহার প্রথম মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—এই যে ধনধান্যপূর্ণ জগৎ পরিদৃষ্ট হইতেছে; ইহা প্রকৃত সত্য নহে; আকাশের গায় সর্বব্যাপী ব্রহ্মদ্বারা ইহা বাহিরে ও অভ্যন্তরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সূর্যময় অলঙ্কারের ভিতরে বাহিরে যেরূপ সূর্য ছাড়া আর কিছুই সত্য নাই, সেইরূপ ব্রহ্ম ছাড়া এই জাগতিক পদার্থেরও কোন অস্তিত্ব নাই, আত্মা ও ব্রহ্ম এক। অতএব সর্বভূতে আত্মদর্শন এবং আত্মাতে সর্বভূত দর্শন করিয়া মুমুক্শু সাধক জাগতিক সর্ববিষয়ে অভিলাষ পরিত্যাগ করিবে।

দ্বিতীয় মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—যাহারা আত্মজ্ঞানে অক্ষম, ভোগাভিলাষী তাহারা যাবজ্জীবন শাস্ত্রবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্ম করিবেন।

তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—যাহারা আত্মার অজ্ঞানর ভাব বিস্মৃত হইয়া, আত্মাকে জ্ঞানরূপে সঙ্গীত বলিয়া জানে, প্রকৃতপক্ষে তাহারা আত্মহন (আত্মঘাতী) ; এবং দেহত্যাগের পর 'অসূর্য্য'লোকে গমন করেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে—আত্মস্বরূপ ব্রহ্মের একত্ব, নিবিকারত্ব ও সর্বব্যাপিত্ব প্রকৃতি প্রকৃতস্বরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রে—সৰ্ব্বাত্ম্যভাব ও তৎফল শোক-মোহাদি-নাশের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

অষ্টম মন্ত্রে—আত্মার যথাযথ রূপ এবং তৎকর্তৃক সংবৎসরাভিমানী দেবতা-গণকে কৰ্ম্মাধিকার প্রদানের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

নবম, দশম ও একাদশ মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—কৰ্ম্ম ও দেবতা চিন্তার ফল এক নহে, ভিন্ন ভিন্ন ; কিন্তু যাহারা আত্মজ্ঞানে অনধিকারী, তাহাদের পক্ষে কেবলই কৰ্ম্মানুষ্ঠানে কিংবা কেবলই দেবতা চিন্তায় যে অনিষ্ট ফল হয়, এবং জ্ঞান ও কৰ্ম্মের সহানুষ্ঠানে যে শুভফল হয়, তাহার স্বরূপ নির্দেশ।

দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ মন্ত্রে—সমষ্টি ও ব্যষ্টিভূত প্রকৃতি ও হিরণ্যগর্ভাদির পৃথক্ পৃথক্ উপাসনে অনিষ্ট ফল, এবং একত্র উপাসনে শুভফলের স্বরূপনির্দেশ করা হইয়াছে।

পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ মন্ত্রে উপাসকের মৃত্যুকালীন প্রার্থনা প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পঞ্চদশ মন্ত্রে সূর্যাসমীপে ব্রহ্মলাভের প্রতিবন্ধক নিবারণের প্রার্থনা, ষোড়শ মন্ত্রে সূর্যাসমীপে তদীয় তেজঃ অপসারণপূর্ব্বক কল্যাণরূপ প্রদর্শনের প্রার্থনা। সপ্তদশমন্ত্রে শরীরের পরিণাম চিন্তা, এবং মনের কর্তব্য নির্ধারণের প্রার্থনা। অষ্টাদশমন্ত্রে যুমুর্ষু সাধকের সুপথে লইয়া যাইবার জন্ত প্রার্থনা, এবং স্বীয় পাপ বিমোচনার্থ বারংবার প্রণাম উক্তি।





## ভাষ্য-ভূমিকা ।

ঈশা বাস্তবিত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ কৰ্ম্মস্ববিনিযুক্তাঃ, তেষামকৰ্ম্মশেষশ্রাঅনো যাথা-  
প্রকাশকত্বাৎ । যাথাঅ্যাং চাত্মনঃ শুদ্ধত্বাপাপবিক্তত্বৈকত্বনিত্যত্বাশরীরত্বসৰ্ব্বগতত্বাদি  
বক্ষ্যমাণম্ । তচ্চ কৰ্ম্মণা বিরূধ্যত, ইতি যুক্ত এবেবাং কৰ্ম্মস্ববিনিয়োগঃ । (১)  
নহেবংলক্ষণমাত্মনো যাথাঅ্যামুৎপাথং বিকার্য্যাপাং সংস্কার্যাং কৰ্ত্তভোক্তৃরূপং  
বা, যেন কৰ্ম্মশেষতা শ্রাৎ । সৰ্ব্বাসামুপনিষদাম্ আত্মযাথাঅ্যানিরূপণেনৈবোপক্ষয়াৎ,  
গাতানাং মোক্ষধৰ্ম্মাণাং চৈবংপরত্বাৎ । তস্মাদাত্মনোহনেকত্বকৰ্ত্তভোক্তৃত্বাদি  
চাশুদ্ধত্ব-পাপবিক্তত্বাদি চোপাদায় লোকবুদ্ধিসিদ্ধং কৰ্ম্মাণি বিহিতানি । যো হি  
কৰ্ম্মফলেনার্থী, দৃষ্টেন ব্রহ্মবৰ্চসাদিনা, অদৃষ্টেন স্বর্গাদিনা চ, দ্বিজাতিরহং ন  
কাণকুজত্বাঅনধিকারপ্রযোজকধৰ্ম্মবানিতি আত্মানং মন্ততে, সোহধিক্রিয়তে কৰ্ম্মশূন্ব,  
ইতি হধিকারবিদো বদন্তি । (২) তস্মাদেতে মন্ত্রা আত্মনো যাথাঅ্যপ্রকাশনেনাত্ম-  
বিষয়ং স্বাভাবিকমজ্ঞানং নিবৰ্ত্তয়ন্তঃ, শোকমোহাদিসংসারধৰ্ম্মবিচ্ছিত্তিসাধনম্  
আত্মৈকত্বাদিবিজ্ঞানমুৎপাদয়ন্তি । ইত্যেবমুক্তাধিকার্য্যভিধেয়সঙ্গপ্রয়োজনান্ মন্ত্রান্  
সংক্ষেপতো ব্যাখ্যাস্তামঃ ।

সাধারণতঃ বেদোক্ত মন্ত্রসমূহ যজ্ঞাদি কৰ্ম্মে প্রযুক্ত ইইয়া থাকে ;  
কিন্তু আত্মস্বরূপ-প্রকাশক এই “ঈশাবাস্তবম্” প্রভৃতি মন্ত্রসমূহ সেরূপ  
কোন কৰ্ম্মে প্রযুক্ত হয় না । পরে ‘নিত্য, শুদ্ধ, সৰ্ব্বগত, ও অশরীর’

(১) কিঞ্চ, যঃ কৰ্ম্মশেষঃ, স উৎপাদ্যো দৃষ্টো যথা পুরোডাশাদিঃ । বিকার্য্যঃ সোমাদিঃ ।  
আপ্যো মন্ত্রাদিঃ । সংস্কার্য্যো ব্রীহাদিঃ । তৎ উৎপাদ্যাদিরূপত্বং ব্যাপকং ব্যাবৰ্ত্তমানম্ আত্ম-  
যাথাঅ্যান্য কৰ্ম্ম-শেষমপি ব্যাবৰ্ত্তয়তি । তথা, আত্মযাথাঅ্যাঃকৰ্ত্ত ভোক্তৃ চ ন ভবতি । যেন  
‘মমৈকং ঈশবীহিত-সাধনং, ততো ময়া কৰ্ত্তব্যম্,’ ইত্যাহংকারাঘরপুরঃসরঃ কৰ্ত্তব্যঃ শ্রাৎ ?  
ইত্যাহ নহেবমিত্যাदि । আনন্দগিরিঃ ।

(২) অত্র লৈম্বিনি প্রভৃতীনাঃ সন্মতিমাহ—যো হীত্যাদিনা । অৰ্থিত্বাদিযুক্তস্য কৰ্ম্মণ্যধি-  
কারঃ বঠেহ্যায়ে প্রতিষ্ঠাপিতঃ । অৰ্থিত্বাদি চ মিথ্যাজ্ঞাননিদানম্ । নহি নতোবৎ শিক্তি রস্যা  
( আত্মনঃ ) স্বতএব দুঃখাসংসর্গিণঃ পরমানন্দত্বভাবস্য ‘স্বং মে ভূত্বাৎ, দুঃখং মে মাত্বাৎ’  
ইত্যৰ্থিত্বম্, শরীরেন্দ্রিয়সামর্থ্যেন চ ‘সমর্থোহহম্’ ইত্যভিমানিত্বং মিথ্যাজ্ঞানং বিনা  
সম্ভবতীত্যর্থঃ । বস্মাদন্য-যাথাঅ্য-প্রকাশকা মন্ত্রা ন কৰ্ম্মবিশেষভূতাঃ, ‘ন চ মানান্তর-বিরুদ্ধাঃ  
তস্মাৎ প্রয়োজনাদিধৰ্ম্মমপি তেষাং সিদ্ধনিত্যাহ “তস্মাদেত” ইতি । আনন্দগিরিঃ ।

ইত্যাদি রূপে আত্মার যথাযথ স্বরূপ বর্ণিত হইবে, তাদৃশ স্বভাব-সম্পন্ন আত্মা কোন কর্মের অঙ্গ (ক্রিয়াসাহায্য) হইতে পারেন না ; সুতরাং তৎপ্রকাশক ঐ মন্ত্রসকলও যাগাদি কর্মে প্রযোজ্য হইতে পারে না । পক্ষান্তরে, তাদৃশ আত্মা কর্ম-বিধির অনুকূল নহে ; বরং সম্পূর্ণ বিরোধী । এই কারণে ও কর্মানুষ্ঠানে ঐ সকল মন্ত্রের প্রয়োগ বা ব্যবহার না হওয়াই যুক্তিযুক্ত । বস্তুতঃ কোন ক্রিয়া দ্বারা উক্ত-প্রকার আত্মার উৎপত্তি, বিকার, প্রাপ্তি, সংস্কার বা কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব সম্পাদনও সম্ভবপর হয় না, (৩) যাহাতে তাহার কর্মাস্তিতা সিদ্ধ হইতে পারে ।

বিশেষতঃ সমস্ত উপনিষৎ ও গীতা প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্র (৪) এক-মাত্র তাদৃশ আত্মস্বরূপ প্রকাশেই পরিসমাপ্ত । [ সুতরাং ঈশাবাস্তাদি মন্ত্রের কর্মাস্তিত্ব নির্দেশ করা অসম্ভব ] । অতএব বুঝিতে হইবে যে,

(৩) সাধারণতঃ ক্রিয়া দ্বারা এই চারি প্রকার ফল উৎপন্ন হয় । (১) উৎপত্তি, (২) বিকার ; (৩) প্রাপ্তি (৪) সংস্কার । তদনুসারে কর্মও চারিপ্রকার হইয়া থাকে,—উৎপাদ্য, বিকার্য, প্রাপ্য ও সংস্কার্য । যাহা পূর্বে থাকে না, পরে ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাকে উৎপাদ্য বলে । একপ্রকার বস্তুকে যে, অস্ত্রপ্রকার করা ; তাহাকে বিকার ও বিকারের আশ্রয়কে বিকার্য বলে । ক্রিয়া দ্বারা যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে প্রাপ্য বলে । কোন বস্তুতে নূতন গুণ সমুৎপাদনের নাম সংস্কার, এবং সংস্কার-বিশিষ্টকে সংস্কার্য বলে । ব্রহ্ম নিত্য পদার্থ ; সুতরাং উৎপাদ্য হইতে পারেন না ; তিনি নির্বিকার ; সুতরাং তিনি বিকার্য নহেন, তিনি সর্বব্যাপী—নিত্যপ্রাপ্ত ; সুতরাং প্রাপ্য হইতে পারেন না । তিনি নিশ্চর ; সুতরাং তাহাতে গুণাধান বা দোষাপনয় দ্বারা সংস্কার হইতে পারে না ; অতএব, তিনি সংস্কার্যও হইতে পারেন না । এই কারণেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, আত্মা বা ব্রহ্ম কোন ক্রিয়ার অঙ্গ বা কর্ম হইতে পারেন না ।

(৪) সমং সর্বৈষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ । বিনশ্বৎস্ববিনশ্বন্তং যঃ পশুতি স পশুতি ॥ অর্থাৎ ‘যিনি পরমেশ্বরকে সর্বভূতে অবস্থিত দেখেন, এবং সর্বভূতের বিনাশেও তাহাকে অবিনাশী বলিয়া জানেন, তিনিই স্বার্থ জ্ঞানবান্ ।’ ইত্যাদি গীতাবাক্য, এবং “এক এব হি ভূতান্না ভূতে ভূতে ব্যবহিতঃ । একধা বহধা চৈব দৃশ্যতে জনচক্ষুৰ্যং ॥” অর্থাৎ ‘একই চক্ষু যেরূপ বিভিন্ন জলাধারে পতিত হইয়া, ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ একই পরমেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন ভূতে অবস্থিত করার এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশ পান, কিন্তু জ্ঞানীরা তাহাকে সর্বত্রই একরূপে দর্শন করেন’ । ইত্যাদি মহাভারতীয় মোক্ষবিষয়ক বাক্যে একই আত্মার সর্বত্র অবস্থিতির কথা বর্ণিত আছে ।

‘আত্মা কর্তা ভোক্তা পাপপুণ্যযুক্ত ও শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন’ ইত্যাদি-রূপে অজ্ঞ জনের স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ় ধারণানুসারে শাস্ত্রে কর্মবিধি-সমূহ বিহিত হইয়াছে। অধিকার-তত্ত্ববিদগণ বলিয়া থাকেন যে, যে লোক ঐহিক ব্রহ্মণ্যতেজঃ ( শক্তি ) ও পারলৌকিক স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তির অভिलायी হইয়া আপনাকে দ্বিজাতি ও অধিকার-বিরোধী কাণ্ড-কুজ্ঞহাদি দোষ-রহিত বলিয়া বিবেচনা করে, সেই লোকই অভিলষিত কর্ম করিতে অধিকারী হয়। (\*) অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই মন্ত্র-সকল আত্মার যথাযথ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া, ঐ আত্ম-বিষয়ে লোক-প্রসিদ্ধ কর্তৃহাদি ভ্রম অপনয়ন করে এবং শোক-মোহাদিময় সংসার সমুচ্ছেদ করিয়া, লোকের হৃদয়ে আত্মৈকত্ব-জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া দেয়। শোকমোহাদিময় সংসারোচ্ছেদাভিলাষী পুরুষ ইহার অধিকারী। আত্মার যথার্থ স্বরূপ ইহার প্রতিপাত্ত। উক্ত বিষয়ের সহিত এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক ভাব সম্বন্ধ, অর্থাৎ আত্ম-স্বরূপ প্রতিপাদ্য, এই শাস্ত্র তাহার প্রতিপাদক। শোকমোহাদিময় সংসারোচ্ছেদপূর্বক আত্মৈকত্ব-জ্ঞানোৎপাদন ইহার প্রয়োজন। এবং-বিধ অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-সম্পন্ন এই মন্ত্র সকলের আমরা ( ভাষ্যকার ) সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিব ॥

\* মানব যদি বাস্তবিকই ক্ষুদ্র হইত, যদি সে কর্ম ও শরীর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইত, যদি প্রাপ্ত অধিকারে ব্যবস্থিত হইয়া, তৎক্ষণ-লাভে পরিতৃপ্ত হইতে পারিত, তাহা হইলে, অধিকার, কর্তব্য ও ক্রোধোত্তির স্থান থাকিত না। চৈতন্য সর্বাত্মক বলিয়াই, মানবকে যে কোন ভাবে পরিসমাপ্ত করা যায় না। মানবের অপরিমেয় ও সর্বাত্মকই অধিকার প্রাপ্তির মূলে সর্বদাই খেলা করিতেছে।\*

আমি স্থূল নই \*বলিয়াই, স্থূলাভীত ভাবের কামনা করি। মানবের এই আকুল পিপাসাই আত্মার সর্বত্ব ও একত্বের প্রতিপাদক।



গুরুবজ্রকোঁদীয়া

বাজসনেরসংহিতোপনিষৎ

বা

## ঈশোপনিষৎ



### শাকুর-ভাষ্য-সমেতা ।

ওঁ পূৰ্ণমদঃ পূৰ্ণমিদং পূৰ্ণাং পূৰ্ণমুদচ্যতে ।

পূৰ্ণস্ত পূৰ্ণমাদায় পূৰ্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

ঈশা বাশ্চামিদং সৰ্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।

তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কশ্চশ্চিৎ ধনম্ ॥ ১ ॥

শান্তি পাঠ।—যে সকল পদার্থ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর (স্থল), তাহা ব্রহ্ম দ্বারা পূর্ণ বা ব্যাপ্ত, যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিয় গোচর তাহাও ব্রহ্ম দ্বারা ব্যাপ্ত এবং এই সমস্ত জগৎই পরিপূর্ণ ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে; আর সেই পূর্ণ স্বভাব ব্রহ্মের পূর্ণতা জগৎব্যাপ্ত হইলেও তাহার পূর্ণতার হানি হয় না ।

প্রণম্য গুরুপাদাঙ্গং স্ফুট্বা শকুর-সম্মতিম্ ।

ঈশোপনিষদাং বাখ্যা সরলাখ্যা বিতস্ততে ॥

ঈশোতি । জগত্যাং (পৃথিব্যাং) যৎ কিঞ্চ (যৎ বিঞ্চিং) জগৎ (নখরং চরাচরং বস্তুজাতং), ইদং সৰ্বং ঈশা ( পরমেশ্বরেণ ) বাশ্চ ( সত্তা-চৈতন্যভ্যাং ব্যাপ্যম্ ) । তেন ( হেতুনা ) ত্যক্তেন ( ত্যাগেন সন্ন্যাসেন—) ভূঞ্জীথাঃ ( আত্মানং পালয় ) । কশ্চ শ্চিৎ ( কশ্চিৎ ) ধনং মা গৃধঃ ( মা অভিকাজ্জীঃ ) ।

জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই অঙ্গরূপী পরমেশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন করিবে, অর্থাৎ একমাত্র পরমেশ্বরই সত্য, জগৎ তাহাতে কল্পিত—মিথ্যা, এই জ্ঞানের দ্বারা জগতের সত্যতা-বুদ্ধি বিলুপ্ত করিবে । [ তাহাতেই তোমার হৃদয়ে আসক্তি-ত্যাগরূপ সন্ন্যাস আসিবে, ] সেই ত্যাগ বা সন্ন্যাস

দ্বারা আত্মার অদ্বৈত নির্বিকার ভাব রক্ষা কর; কাহারো ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না ॥ ১ ।]

শাক্তরভাষ্যম্ ।

ঈশা বাস্তবিত্যাদি । ঈশা—ঈষ্টে ইতীট্, তেন—ঈশা । ঈশিতা পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা সর্বশ্চ । স হি সর্বমীষ্টে সর্বজন্তুনাং সন্ (৫) প্রত্যগাত্মতয়া, তেন স্নেন রূপেণ আত্মনা ঈশা বাস্তবমাচ্ছাদনীয়ম্ । কিম্ ? ইদং সর্বং যৎ কিঞ্চ, যৎ কিঞ্চিং জগত্যাং পৃথিব্যাং জগৎ, তৎ সর্বং স্নেন আত্মনা ঈশেন প্রত্যগাত্মতয়া অহমেবেদং সর্বমিতি পরমার্থসত্যরূপেণানুতমিদং সর্বং চরাচরমাচ্ছাদনীয়ং স্নেন পরমাত্মনা । যথা চন্দনাগুৰ্বাদেবদকাদিসম্বন্ধজ ক্লেদাদিজমোপাধিকং, দৌৰ্গন্ধাং তৎস্বরূপ-নিঘর্ষণেন আচ্ছাদ্যতে স্নেন পারমার্থিকেন গন্ধেন, তদ্বদেব হি স্বাত্মত্বাভ্যন্তং স্বাভাবিকং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিলক্ষণং জগৎ—দ্বৈতরূপং জগত্যাং পৃথিব্যাং ; জগত্যা-মিত্ত্বাপলক্ষণার্থত্বং সর্বমেব নামরূপকস্মাথাং বিকারজাতং পরমার্থসত্যাত্মভাবনয়া ত্যক্তং স্তাৎ । এবমীশ্বরাত্মভাবনয়া বক্তৃশ্চ পুত্রোপ্তেষুণাত্রয়সম্যাস এবাধিকারো, ন কস্মিৎ । তেন ত্যক্তেন ত্যাগেনেত্যর্থঃ । ন হি ত্যক্তো, মৃতঃ পুত্রো বা ভূত্যো বা আত্মসম্বন্ধিতায়া অভাবাদাত্মানং পালয়তি, অতস্ত্যাগেনেত্যয়মেব বেদার্থঃ । ভুক্তীথাঃ পালয়েথাঃ । এবং ত্যক্তেষণত্বং মা গৃধঃ গৃধীমাকাঙ্ক্ষাং মা কাৰ্বীধনবিষয়াম্ । কস্ত স্ত্বিং ধনং কস্তচিৎ পরস্ত স্বস্ত বা ধনং মা কাঙ্ক্ষারিত্যর্থঃ । স্বদিত্যনর্থকো নিপাতঃ । অথবা, মা গৃধঃ, কস্মাৎ ? কস্তস্ত্বিং ধনমিত্যক্ষেপার্থঃ । ন কস্তচিৎ ধনমস্তি, বদ গৃধ্যোত ; আত্মবেদং সর্বম্ । ইতীশ্বরভাবনয়া সর্বং ত্যক্তম্, অত আত্মন এবেদং সর্বমাত্মৈব চ সর্বমতো মিথ্যাবিষয়াং গৃধিং মা কাৰ্বীরিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

‘ঈশ্’ ধাতুর অর্থ ঐশ্বর্য্য বা শাসন-ক্ষমতা ; যিনি এই জগতের শাসনে সমর্থ পরমাত্মা পরমেশ্বর, তিনিই এখানে ‘ঈশা’-পদের

(৫) নহু কর্তরি কিব্-বিধানাং, পরমাত্মনশ্চাবিক্রিয়ত্বাং কথং কিবন্ত শব্দবাচ্যতা (ঈশিত্বং) ইতি ? তত্রাহ ঈশিতেতি । মাঃপাণ্যেবীশনকর্তৃহসন্তবাং কিবন্তশব্দবাচ্যতা ন বিরূধ্যাত, নিরূপাধিকস্ত চ লক্ষ্যত্বং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ । ঈশিত্রীশিতব্যভাবেন তর্হি ভেদঃ প্রাপ্তঃ ইত্যশঙ্ক্যাহ “সর্বজন্তুনাং আত্মা সন্” ইতি । যথা আদর্শাদিহু প্রতিবিধানাম্ আত্মা সন্ বিষত্বতো দেবদন্ত ঈশিতা ভবতি, তথা কল্পিতভেদেন ঈশিত্রীশিতব্যভাবসম্ভবাৎ ন বাস্তবভেদাহমানঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ ।

আবলগিরিঃ .

প্রতিপাত্ত । তিনি প্রত্যকরূপে ( জীবরূপে ) সর্ব বস্তুর অভ্যন্তরে থাকিয়া, সমস্ত জগৎ যথানিয়মে শাসিত ও পরিচালিত করিতেছেন । সেই সর্বাত্মরূপী পরমেশ্বর দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তুকে আচ্ছাদিত করিবে,—সর্বত্র তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিবে । [ অভিপ্রায় এই যে । ] জগৎকারণ পরমেশ্বরই জীবরূপে সর্বদেহে বর্তমান আছেন ; এবং তাঁহার সংকল্পপ্রসূত স্থাবর-জঙ্গমগয় এই জগৎ বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে । • সেই পরমাত্মরূপী আমিই এই জগৎ, আমার সত্তাই জগতের সত্তা, তত্ত্বজগতের আর পৃথক্ সত্তা নাই ; এইরূপ যথার্থ সত্য জ্ঞানের দ্বারা জগতের সত্যতা ঢাকিয়া ফেলিবে, অর্থাৎ ‘জগৎ সত্য’ বলিয়া যে ভ্রম ছিল, তাহা বিলুপ্ত করিবে । যেমন চন্দন ও অগুরুপ্রভৃতি গন্ধদ্রব্যসমূহ জলাদি-সংস্পর্শে কখন কখন দুর্গন্ধযুক্ত বলিয়া মনে হয় সত্য ; কিন্তু ঘর্ষণ করিলেই তাহার স্বভাবসিদ্ধ মনোহর সৌরভ প্রকাশ পায়, এবং আগন্তুক দুর্গন্ধ দূর করিয়া দেয়, ঠিক সেইরূপ, কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বপূর্ণ, ভিন্ন ভিন্ন নাম ( সংজ্ঞা ), রূপ ( আকৃতি ) ও চেষ্টা বা ক্রিয়া-সম্পন্ন এই সমস্ত জগৎ নিজে অসত্য হইয়াও, যথার্থ সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের আশ্রয়ে থাকিয়া সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে মাত্র ; বস্তুতঃ উহা মিথ্যা—অধ্যস্ত মাত্র ; এইরূপ সত্য ভাবনা দ্বারা জগতের সত্যতা-ভ্রম নিরস্ত হইয়া যায় ।

উক্তরূপে যে লোক আপনাকে ঈশ্বর্যাংশ বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহার আর পুত্র, সম্পৎ বা স্বর্গাদি লোক-লাভের এষণা বা কাগনা থাকে না ; সুতরাং তদর্থ কস্মেও অধিকার থাকে না ; একমাত্র বাসনা-ত্যাগরূপ সন্ন্যাসেই অধিকার থাকে ; তাহার ফলে সেই লোক তখন সংন্যাস গ্রহণ করে । অতএব, তুমি তাদৃশ ভাবাপন্ন হইয়া, সংন্যাস দ্বারা আত্মাকে পরিপালন কর ; অর্থাৎ জগতের মিথ্যাহ ভাবনাদ্বারা

আত্মার আত্মার (নির্বিকারত্ব ও সত্যত্ব প্রভৃতি ভাবগুলি) রক্ষা কর ।  
তুমি এইরূপে বাসনা পরিত্যাগপূর্বক নিজের কিংবা পরের, কাহারো  
ধনের আকাঙ্ক্ষা করিও না । অথবা, ধন কাহার ?—ধন ত কাহারও  
নহে, যাহা আকাঙ্ক্ষা করিতে পারা যায় । আত্মাই সমস্ত জগৎ, এবং  
সমস্ত জগৎই আত্মরূপ ; এইরূপ পরমেশ্বর-চিন্তা দ্বারা যখন সমস্ত  
বস্তুই মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ, তখন আর সেই মিথ্যা বিষয়ে  
আকাঙ্ক্ষা বা লোভ করা সম্ভব হয় না । ( ৬ ) মন্ত্রে যে, ‘স্বিৎ’ কথাটি  
আছে, উহা অর্থহীন নিপাত শব্দ ( বাক্যের শোভাবর্দ্ধকমাত্র ) ॥ ১ ॥

কুর্কন্মেবেহ কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ ।

এবং ত্বয়ি নান্যথৈতোহস্তি ন কৰ্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২ ॥

[ যন্তু সাক্ষাৎ পরমেশ্বরারাদনে অশক্তঃ, সঃ ] কৰ্ম্মাণি (বর্ণাশ্রমবিহিতানি) কুর্কন্  
( সম্পাদয়ন্ ) এব, শতং ( শতসংখ্যকঃ ) সমাঃ ( সংবৎসরান্ ) ইহ ( অগ্নিন্  
লোকে ) জিজীবিষেৎ ( জীবিতুন্ ইচ্ছেৎ ) । এবম্ ( এবং প্রকারে ) ত্বয়ি ( জিজী  
বিষতি ) নরে, ইতঃ ( এতস্মাৎ বর্তমানাৎ প্রকারাৎ ) অত্থথা ( প্রকারান্তরং )  
ন অস্তি, [ যেন প্রকারেণ জ্ঞানোপ্তিপ্রতিবন্ধকং ] কৰ্ম্ম ন লিপ্যতে ( ত্বং  
জ্ঞানোপ্তিপ্রতিবন্ধকেন কৰ্ম্মণা ন লিপ্যসে ) ॥

শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াই ‘শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিবে । তুমি যখন

( ৬ ) মানবচিত্ত স্বভাবতই বিষয়-বাসনা, রাগ, ঘেব ও লোভাদি দ্বারা কলুষিত থাকে ; সেই  
কারণেই নিত্য সন্ধিহিত নির্বিকার আত্মার স্বরূপটি জানিতে পারে না ; বাহার মনে বিষয়-বাসনা  
যত অধিক প্রবল, তাহার নিকট আত্মবিষয়ক জ্ঞান ততই ক্ষীণ ও মলিন । সংসারের অধিকাংশ  
লোকই ধনাদি বিষয়ের আকাঙ্ক্ষার বাস্তব হইয়া দিগ্দিগন্তরে চলিতেছে ; ‘হুতরাং তাহাদের  
আর আত্মচিন্তার অবসর কোথায় ? এইজন্ত লোকহিতকর ঋতি উপদেশ দিতেছেন যে, তুমি  
যদি তোমার নিজের অধ্যাত্ম সম্পত্তি—আত্মার নির্বিকারত্ব প্রভৃতি রক্ষা করিতে চাও,—  
যদি সেই আত্মতত্ত্ব অনুভব করিয়া, মুক্ত হইতে ইচ্ছা কর, তবে কখনও নিজের কিংবা পরের  
বাহ্য ধনের আকাঙ্ক্ষা করিও না, উহা ত্যাগ কর,—সন্ন্যাস গ্রহণ কর । সন্ন্যাসই তোমার  
চিন্ত-চাঞ্চল্য-দূরীকরণের একমাত্র উপায় । বস্তুতই যে লোক সর্বত্রই একমাত্র আত্মরূপী  
পরমেশ্বরকে দেখিতে পায়, কিছুই আপনা হইতে পৃথক্ দেখিতে পায় না; জগতে তাহার ত কিছুই  
অপ্রাপ্ত নাই ; হুতরাং সে কাহার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইবে ? এই কারণে সর্বত্র আত্মদৃষ্টিকে  
আত্মজ্ঞানের উপায় বলা হইগাছে ।



মনুষ্যত্বভিমানী, তখন তোমার পক্ষে অশ্রু এমন কোন উপায় নাই, যাহাতে কোন দ্বন্দ্বই তোমাতে লিপ্ত না হইতে পারে ॥ ২

শাক্তভাষ্যম্ ।

এবমাত্মবিদঃ পুত্রাত্মেষণাত্মসন্ন্যাসেন আত্মজ্ঞাননিষ্ঠতয়া আত্মা রক্ষিতব্য ইত্যেষ বেদার্থঃ । অথৈতরশ্চ অনাত্মজ্ঞতয়া আত্মগ্রহণাশক্তশ্চ ইদমুপদিশতি মন্ত্রঃ,—কুর্স্ন-  
স্নেবেতি । কুর্স্নন্ এব ইহ নির্বর্তয়ন্ এব কৰ্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি জিজীবিষেৎ  
জীবিতুমিচ্ছেৎ শতং শতসংখ্যাকাঃ সমাঃ সঙ্ঘৎসরান্ । তাবন্ধি পুরুষশ্চ পরমায়ুর্নিরু-  
পিতম্ (ক) । তথা চ প্রাপ্তান্নবাদেন যজ্জিজীবিষেচ্ছতং বর্ধাণি, তৎ কুর্স্নস্নেব কৰ্ম্মাণি  
ইত্যেতদ্বিধীয়তে । এবম্—এবম্প্রকারেণ ত্বয়ি জিজীবিষতি নরে নরনাত্মাভিমানিনি  
ইত এতস্মাদগ্নিহোত্রাদীনি কৰ্ম্মাণি কুর্স্নতো বর্তমানাত্ প্রকারাদন্তথা প্রকারা-  
ন্তরং নাস্তি, যেন প্রকারেণ অশুভং কৰ্ম্ম ন লিপ্যতে ; কৰ্ম্মণা ন লিপ্যসে ইত্যর্থঃ ।  
অতঃ শাস্ত্রবিহিতানি কৰ্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি কুর্স্নস্নেব জিজীবিষেৎ । কথং পুন-  
রিদমবগম্যতে,—পূৰ্বেণ মন্ত্রেণ সন্ন্যাসিনো জ্ঞাননিষ্ঠোক্তা, দ্বিতীয়েন তদশক্তশ্চ  
কৰ্ম্মনিষ্ঠেতি ? উচ্যতে,—জ্ঞানকৰ্ম্মণোর্বিবরোধং পরমতবদকম্প্যং যথোক্তং ন শ্রয়সি  
কিম্ ? ইহাপ্যুক্তম্—যো হি জিজীবিষেৎ, স কৰ্ম্ম কুর্স্নন্ । “ঈশা বাস্তমিদং সৰ্বম্,  
'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ কশ্চ শ্বিদ্ধনম্' ইতি চ । “ন জীবিতে মরণে বা গৃধিঃ  
কুর্কর্ত্তারণ্যামিয়াৎ” ইতি চ পদম্ । “ততো ন পুনরিয়াৎ,” ইতি সন্ন্যাসশাসনাৎ ।  
উভয়োঃ ফলভেদঞ্চ বক্ষ্যতি,—“ইমৌ দ্বাবেব পস্থানাবহুনিষ্ক্রান্তরৌ ভবতঃ,—  
ক্রিয়াপথশ্চৈব পুরস্তাৎ, সন্ন্যাসশ্চোত্তরেণ ”নিবৃত্তিমার্গেণ এষণাত্মস্য ত্যাগঃ ।”  
তয়োঃ সন্ন্যাসপথ এবাতিরেচয়তি,—“ত্বাস এবাত্যরেচয়ৎ” ইতি চ তৈত্তিরীয়কে ।  
“দ্বাবিমাবথ পস্থানৌ যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ । প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মো নিবৃত্তশ্চ (খ)  
বিভাবিতঃ ॥” ইত্যাদি পুত্রায় বিচার্য্য নিশ্চিতমুক্তং ব্যাসেন বেদাচার্য্যেণ ভগবতা ।  
বিভাগঞ্চানয়োদর্শয়িষ্যামঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্ব মন্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, যাহারা আত্মজ্ঞানে অধিকারী,  
তাহারা পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গাদি লোক লাভের আশা (বাসনা)

(ক) ‘নিবৃত্তো-চ’ ইতি বহু পুস্তকেষু পাঠঃ । (খ) মায়ুক্টিতম্’ ইতি কচিং পাঠঃ ।

পরিত্যাগ পূর্বক সম্যাস গ্রহণ করিবে, এবং আত্মজ্ঞানে তৎপর থাকিয়া, আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিবে ; কিন্তু যাহারা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ গ্রহণে অসমর্থ, এই শ্রুতি তাহাদের সম্বন্ধে কর্তব্য নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, আত্মজ্ঞানে অনধিকারী ব্যক্তিগণ অগ্নিহোত্রাদি (অগ্নিহোত্র একপ্রকার যজ্ঞ) নিত্য ও নৈমিত্তিক কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াই শতবর্ষ জীবন ধারণের ইচ্ছা করিবে, অর্থাৎ যাবজ্জীবন শাস্ত্রবিহিত নিত্য ও নৈমিত্তিক কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। মনুষ্যের আয়ুঃ স্বভাবতই শতবর্ষ নির্দিষ্ট রহিয়াছে ; সুতরাং তদ্বিষয়ে বিধি নহে—শুধু অনুবাদ মাত্র। (পূর্ববিস্তৃত বা কথিত বিষয়ের পুনঃকথনের নাম অনুবাদ, অনুবাদ কখনই বিধি হইতে পারে না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, মানুষ যে শতবর্ষকাল বাঁচিবে, ততকাল অবশ্যই শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্ম করিবে, কখনই কৰ্ম্ম হইতে বিরত হইবে না।) তুমি যখন কেবলই নরহাভিমানী—আত্মজ্ঞানরহিত, তখন তোমার পক্ষে উক্তপ্রকার কৰ্ম্মানুষ্ঠান-সহকারে জীবনধারণ ভিন্ন এমন আর কোনও উপায় নাই, যাহা দ্বারা তুমি অশুভকৰ্ম্মের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পার। অতএব, তুমি শাস্ত্র-বিহিত অগ্নি-হোত্রাদি কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান অবশ্য অবশ্য করিবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রথম মন্ত্রে যে, কেবল সন্ন্যাসীর সম্বন্ধেই জ্ঞান-নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে, আর দ্বিতীয় মন্ত্রে কেবল জ্ঞানাসমর্থ পুরুষের পক্ষেই কৰ্ম্মনিষ্ঠা বিহিত হইয়াছে ; কিন্তু এক সন্ন্যাসীর পক্ষেই যে, জ্ঞান ও কৰ্ম্মনিষ্ঠা বিহিত হয় নাই, ইহা কিসের দ্বারা জানা যায় ? ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, হাঁ ঐ প্রভেদ জানিবার উপায় আছে ; জ্ঞান ও কৰ্ম্ম যে বিরোধ, তাহা পর্ববর্তের দ্বারা সূদৃঢ় ও অনিবার্য। এ কথা অগ্ন্যত্রও উক্ত আছে, স্মরণ করিতে পার না কি ?। আর এখানেও সে কথা উক্ত হইয়াছে। বলা হইয়াছে—‘যে লোক জীবনের আশা করে,

সে অবশ্যই কৰ্ম করিবে,' সুতরাং এ স্থলে জীবনেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে কৰ্ম বিহিত হইয়াছে, আর প্রথম মন্ত্রে কৰ্ম-সন্ন্যাস ও ধনাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । একই লোকের পক্ষে ত কৰ্মত্যাগ ও কৰ্মানুষ্ঠানের বিধি হইতে পারে না ; কারণ উহা স্বভাব-বিরুদ্ধ । বিশেষতঃ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'সন্ন্যাসী পুরুষ জীবন বা মরণের আকাঙ্ক্ষা করে না, [ কিন্তু কৰ্মী তাহা করে । ] সন্ন্যাসী পুরুষ অরণ্যে গমন করিবে, সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবে না' । ইহাই বেদোক্ত সন্ন্যাসাশ্রমের বিশেষ নিয়ম । কৰ্ম এবং সন্ন্যাসের ফলেও যে, বিশেষ পার্থক্য আছে, তাহা পরে কথিত হইবে ।

বেদাচার্য্য, ভগবান্ বেদব্যাসও বিশেষ বিবেচনা করিয়া পুত্রের নিকট এই সিদ্ধান্তেরই উপদেশ প্রদান করেন যে, '[অভীষ্ট ফললাভেচ্ছ জন্ম] এই দুইটি বিভিন্ন পথ বা উপায়, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছে ; একটি ক্রিয়াপথ ( কৰ্মমার্গ ), অপরটি জ্ঞানপথ, অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গ—সন্ন্যাস । নিবৃত্তিমার্গে পুত্র, সম্পৎ, ও স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তির কামনা ত্যাগ করিতে হয় । 'সন্ন্যাসই [ কৰ্মকে ] অতিক্রম করিয়াছিল' ; এই তৈত্তিরীয় শ্রুতি অনুসারেও জানা যায় যে, কৰ্ম অপেক্ষা সন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠ । 'সমস্ত বেদ এই দুইটিমাত্র পথ বা শ্রেয়োলাভের উপায় অবলম্বন করিয়া আছে ;—একটি প্রবৃত্তি পথ, যাহাতে কৰ্মানুষ্ঠান করিতে হয়, অপরটি নিবৃত্তি পথ, ইহাতে কৰ্ম ত্যাগ করিতে হয়', ইত্যাদি । পরে আমরাও কৰ্ম ও সন্ন্যাসের স্বরূপগত বিভাগ প্রদর্শন করিব ॥ ২ ॥

অস্বৰ্ঘ্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ ।

তাৎস্তু প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ৩ ॥

অস্বৰ্ঘ্যাঃ ( অস্বৰ্ঘ্যোগ্যাঃ ) নাম ( ইতি প্রসিদ্ধাঃ ) অন্ধেন ( অদর্শনাত্মকেন ) তমসা ( অন্ধকারেণ ) আবৃতাঃ ( আচ্ছাদিতাঃ ) তে [ যে ] লোকাঃ [ সত্তীতিশেষঃ ] ।

যে কে চ আত্মহনঃ ( আত্ম-তত্ত্ববোধরহিতাঃ, স্মৃতিরং আত্মনাশকাঃ জনাঃ ) তে  
প্রোতা ( মৃত্বা—দেহতাগানন্তরম্ ) তান্ ( লোকান্ ) অভিগচ্ছন্তি ( প্রাপ্নুবন্তি ) ।

আত্মহন ( আত্মজ্ঞান-বিমুখ ) যে কোন লোক, ( অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই )  
মৃত্যুর পর অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন অসুখ্য ( অসুখযোগ্য ) লোকে গমন করে ॥ ৩ ॥ ]

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

অথেনানীমবিদ্বন্নিদার্থেহয়ং মন্ত্র আরভ্যতে । অসুখ্যাঃ পরমাত্মভাবমদ্বয়মপেক্ষা  
দেবাদয়োর্যোহপ্যসুখ্যাঃ, তেষাঞ্চ স্বভূতা লোকা অসুখ্যা নাম । নামশব্দোহনর্থকো  
নিপাতঃ । তে লোকাঃ কৰ্ম্মফলানি,—লোক্যন্তে দৃশ্যন্তে ভূজ্যন্ত ইতি জন্মানি ।  
অন্ধেন অদর্শনাত্মকেনাজ্ঞানেন তমসা আবৃত্তা আচ্ছাদিতাঃ, তান্ স্বাবরাস্তান্ প্রোতা  
ত্যক্ত্বা ইমং দেহমভিগচ্ছন্তি যথাকৰ্ম্ম যথাশ্রুতম্ । যে কে চাত্মহনঃ, আত্মানং ঘন্তী-  
ত্যত্মহনঃ । কে তে জনাঃ ? যেহবিদ্বাংসঃ । কথং তে আত্মানং নিত্যং হিংসন্তি ?  
অবিজ্ঞাদৌষণে বিজ্ঞমানস্ত আত্মনস্তিরঙ্করাৎ । বিজ্ঞমানস্তাত্মনা যৎ কার্য্যং ফলমজরা-  
মরত্বাদিসংবেদনলক্ষণম্, তৎ হতশ্চেব তিরোভূতং ভবতীতি প্রাকৃতাবিদ্বাংসো জনা  
আত্মহন উচ্যন্তে । তেন হাত্মহননদৌষণে সংসরন্তি তে ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অতঃপর, আত্মজ্ঞান-রহিত পুরুষদিগের নিন্দাপ্রদর্শনার্থ এই মন্ত্র  
আরম্ভ হইতেছে । যাহারা আত্মহন, অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানহীন অজ্ঞলোক,  
তাহারা মৃত্যুর পর ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন অসুখ্য—অসুখগণের গন্তব্য  
লোকে গমন করে । মন্ত্রোক্ত ‘নাম’ শব্দটি অর্থ হীন ।

অদ্বৈত পরমাত্মজ্ঞানে বিমুখ হইয়া কেবলই প্রাণ ধারণে ও পান-  
ভোগে রত থাকায় দেবতাগণও ‘অসুখ’ নামে অভিহিত হন । ‘লোক’  
অর্থ—যাহা অবলোকন করা যায়, অর্থাৎ অনুভব বা ভোগ করা যায়,  
সেই কৰ্ম্ম ফল—বিভিন্ন প্রকার জন্ম । ‘আত্মহন’ অর্থ—আত্মা  
স্বপ্রকাশরূপে বিজ্ঞমান সত্ত্বেও যাহারা অবিজ্ঞাবশতঃ তাহার অজর,  
অমরাদি ভাবগুলি অনুভব করিতে অক্ষম । বস্তুতই তাহাদের নিকট  
আত্মা সর্ববদাই তিরোহিত—অবিজ্ঞাত থাকে ; স্মৃতিরং নিহতের মতই

প্রকাশিত থাকে, এই কারণে আত্মজ্ঞানহীন জনগণকে ‘আত্মহন’ বলা হইয়াছে। তাহারা দেহত্যাগের পর এই আত্মহনন অপরাধেই পূর্বামুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম ও দেবতা চিন্তা (দেবতার উপাসনা) অনুসারে স্থাবর—বৃক্ষ-তৃণাদিরূপে জন্ম ধারণ করে, এবং এইরূপে পুনঃ পুনঃ সংসারে আগমন করে ॥ ৩ ॥

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো

নৈনদেবা আপ্লুবন্ পূর্বমর্ষং ।

তদ্ধাবতোহন্যানতোতি তিষ্ঠং,

তস্মিন্নপো মাতরিখা দধাতি ॥ ৪ ॥

[ তৎ আত্মতত্ত্বং ] অনেজং ( স্পন্দনবর্জিতম্ ), একং ( সর্গদৈকরূপং ), মনসঃ জবীয়ঃ ( বেগবন্তরম্ ), দেবাঃ ( ছোতনাং দেবাঃ—প্রকাশনয়ানি ইন্দ্রিয়ানি ) পূর্বম্ অর্ষং ( প্রথমমেব গতম্ ) এনং ( এতৎ আত্মতত্ত্বং ) ন আপ্লুবন্ ( প্রাপ্তবন্তঃ ) । তৎ ( আত্মতত্ত্বং ) তিষ্ঠং ( স্থিরম্ অপি ) ধাবতঃ ( দ্রুতং গচ্ছতঃ ) অন্যান্ ( মনো-বাগাদীন্ ) অতোতি ( অতীত্য গচ্ছতি ) । তস্মিন্ ( আত্মতত্ত্বোক্তে সতি, তদধিষ্ঠিত-ইত্যর্থঃ ) মাতরিখা ( মাতরি অন্তরিক্ষে স্থয়তি—গচ্ছতি যঃ সঃ বায়ুঃস্বত্রায়া ) । অপঃ ( বারিবর্ষণাদীনি কর্ম্মাণি ) দধাতি ( বিভজ্য ধারয়তীত্যর্থঃ ) ।

সেই আত্মা স্বয়ং এক ও অনেজং—নিশ্চল, অথচ মন অপেক্ষাও সমধিক বেগবান্ । মাতরিখা ( কর্ম্মফল-বিধাতা হিরণ্যগর্ভ ) তাহার সাহায্যেই জীবের সর্বপ্রকার কর্ম্মফল সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥ ]

শাক্তভাষ্যম্ ।

যস্তাশ্বনো হননাদবিদ্ধাংসঃ সংস্রন্তি, তদ্বিপর্যায়েন বিদ্ধাংসো জনা মুচ্যন্তে, তে ন আত্মহনঃ । তৎ কীদৃশমাশ্বতত্ত্বমিত্যুচ্যতে,—অনেজদিতি । অনেজং—ন এজং । এজ্ কম্পনে । কম্পনং চলনং স্বাবস্থাপ্রচ্যুতিঃ, তদর্জিতং সর্বদৈকরূপমিত্যর্থঃ । তচ্চৈকং সর্বভূতেষু । মনসঃ সঙ্কল্পাদিলক্ষণং জবীয়ো জববন্তরম্ । কথং বিরুদ্ধমুচ্যতে,—ঋৎ নিশ্চলমিদং, মনসো জবীয় ইতি চ । নৈষ দোষঃ, নিরুপাধুপাধিষ্ঠেনোপপত্তেঃ । তত্র নিরুপাধিকেন স্তেন রূপেণোচ্যতে

অনেজদেকমিতি । মনসোহন্তঃকরণস্ত সঙ্কল্প-বিকল্পলক্ষণস্তোপাধেরনুবর্তনাৎ ইহ দেহস্থ মনসো ব্রহ্মলোকাদি দূরগমনং সঙ্কল্পেন ক্ষণমাত্রাভবতীত্যতো মনসো জবিষ্ঠন্তং লোকে প্রসিদ্ধম্ । তস্মিন্মনসি ব্রহ্মলোকাদীন্ দ্রুতং গচ্ছতি সতি প্রথমং প্রাপ্ত ইবায়ু-চৈতন্যাবভাসো গৃহ্যতে, অতো মনসো জবীয় ইত্যাহ । নৈনদেবাঃ ত্বোতনাং দেবাঃ চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণ্যেতৎ প্রকৃতমায়তন্তং নাগু বন্ ন প্রাপ্তবন্তঃ । তেভ্যো মনো জবীয়ো মনোব্যাপারব্যবহিতস্তাং । আভাসমাত্রমপ্যায়নো নৈব দেবানাং বিষয়ীভবতি ; যস্মাজ্জবনাম্ননসোহপি পূৰ্ব্বেমৰ্ঘং পূৰ্ব্বেমেব গতম্, ব্যোমবহাষিত্বাৎ । সৰ্ব্বব্যাপি তদায়তন্তং সৰ্ব্বসংসারধর্মবর্জিতং স্নেন নিরুপাধিকেন স্বরূপেণাবিক্রিয়মেব সহপাধিকৃতাঃ সৰ্ব্বাঃ সংসারবিক্রিয়া অনুভবতীব অবিবেকিনাং মূঢ়ানামনেকমিব চ প্রতিদেহং প্রত্যবভাসত ইত্যেতদাহ, তদ্ধাবতো দ্রুতং গচ্ছতেহত্যান্ আয়বিলক্ষণান্ মনোবাগিন্দ্রিয়গ্রহতীন্ অত্যেতি অতীত্য গচ্ছতীব । ইবার্গং স্বয়মেব দর্শয়তি,—তিষ্ঠদিতি । স্বয়মবিক্রিয়মেব সদিত্যর্থঃ । তস্মিন্মায়তন্তে সতি নিত্যচৈতন্যস্বভাবে, মাতরিখা মাতরি অন্তরিক্ষে স্থয়তি গচ্ছতীতি মাতরিখা বায়ুঃ সৰ্ব্বপ্রাণভূৎ ক্রিয়ায়কঃ, যদাশ্রয়ানি কার্য্য-করাজাতানি যস্মিন্নোতানি পোতানি চ, যৎ সূত্রংস্ককং সৰ্ব্বশ্চ জগতো বিধা-রয়িতৃ, স মাতরিখা অপঃ কর্মাণি প্রাণিনাং চেষ্টালক্ষণানি \* অগ্নাদিত্য-পর্জতাদীনাং জলন-দহন-প্রকাশভিবর্ষণাদিলক্ষণানি দধাতি বিভজতীত্যর্থঃ । ধারয়তীতি বা ; “ভীষ্মাদ্ বাতঃ পবতে” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । সৰ্বা হি কার্য্যকারণা-দিবিক্রিয়া নিত্যচৈতন্যস্বরূপে সৰ্ব্বাস্পদভূতে সত্যেব ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অন্ত পুরুষগণ যে আত্মার হিংসা ফলে অনবরত জন্ম-মরণ প্রবাহ প্রাপ্ত হয়, জ্ঞানিগণ আবার সেই আত্মারই স্বরূপানুসন্ধানের ফলে মোক্ষ লাভ করেন ; কারণ, তাঁহারা কখনও পূর্বেবাক্ত প্রকারে আত্মার হিংসা করেন না । ইতঃপর সেই আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে,—

\* শ্রোতানি কর্মাণি সোমাজ্য-পয়ঃশ্রুতিভিরন্তিঃ সম্পাদ্যন্তে, ইতি সধক্যং লাক্ষণিকঃ অপ্শবকঃ কর্ণহ, প্রাণচেষ্টারাস্ত অবনিমিত্তহপ্রসিদ্ধেঃ । কারণবাচকঃ শব্দঃ কার্য্যে লক্ষণায়প্রযুক্ত ইত্যর্থঃ ।

‘এজ্’ ধাতুর অর্থ কম্পন বা চলন—স্থান-প্রচ্যুতি ; যাহার স্বাভাবিক অবস্থা হইতে প্রচ্যুতি ঘটে, তাঁহাকে ‘এজৎ’ বলা যায় ; আত্মার কখনও তাহা হয় না, এই কারণে তাহাকে “অনেজৎ” (ন + এজৎ = অনেজৎ) বলা হইল । তিনি যেমন অনেজৎ বা নিশ্চল, তেমনি আবার মন অপেক্ষাও জবীয়ান্, অর্থাৎ সমধিক বেগবান্ ।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, ঐশ্বর্য এইরূপ বিরুদ্ধ কথা বলিতেছেন কেন ? যিনি নিশ্চল (অনেজৎ), তাঁহারই আবার বেগশালিতা কিরূপে সম্ভব হয় ? নিশ্চলের বেগোক্তি সর্বথাই বিরুদ্ধ কথা । না,— এইরূপ দোষ এখানে হয় না ; কারণ ব্রহ্মের নিরূপাধিক ও সোপাধিক ভাবে উক্ত উভয় কথারই সামঞ্জস্য হইতে পারে । ব্রহ্মের দুইটি অবস্থা,—একটি সোপাধিক, অপরটি নিরূপাধিক । তন্মধ্যে, স্বচ্ছস্বৰ্ভাব, অন্তঃকরণরূপী মনে সহজেই ব্রহ্মের প্রতিবিম্বন বা অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ; এজন্য মনকে ব্রহ্মের উপাধি বলা হয়, এবং মনের ধর্ম স্ফুট, দুঃখাদিরও তাহাতে আরোপ করা হয় । এই মনঃ-সম্বিত আত্মা সোপাধিক ; আর ব্রহ্মের সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপটি নিরূপাধিক । তন্মধ্যে নিরূপাধিকরূপে বা স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি অনেজৎ, আর সোপাধিক অবস্থায় মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী ।

এ কথার অভিপ্রায় এই যে, অন্তঃকরণরূপী মনের সংকল্প-বিকল্প একটি স্বাভাবিক ধর্ম । ‘ইহা ভাল, ইহা ভাল নহে’ ইত্যাদি প্রকার চিন্তাকে ‘সংকল্প বিকল্প’ বলে । মন স্বীয় সংকল্প-বলে বা ইচ্ছামাত্রে অতিদূরবর্তী ব্রহ্মলোক প্রভৃতি স্থানেও মুহূর্তমধ্যে যাতায়াত করিয়া থাকে ; এই কারণে মনের দ্রুতগামিত্ব জগৎ-প্রসিদ্ধ । সেই মন ব্রহ্মলোকাদি যে কোন স্থানে যতই দ্রুতবেগে যাউক না কেন, যাইয়াই সেখানে আত্মচৈতন্যের অস্তিত্ব বা অভিব্যক্তি দেখিতে পায় ; এই কারণে তৎকালে মনেরও মনে হয় যে, আত্মা যেন আমারও অগ্রে এই

স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । এই ভাবনা অনুসারেই আত্মাকে মন অপেক্ষাও ‘জবীয়ান’ ( বেগশালী ) বলা হইয়াছে ।

দেবতাগণ স্বভাবতই প্রকাশশীল ; চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও স্বাভাবিক জ্ঞান-প্রকাশে উদ্ভাসিত । সেই সাদৃশ্য থাকায় ইন্দ্রিয়গণকে এখানে ‘দেব’-শব্দে অভিহিত করিয়া বলিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়গণও উক্ত আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারে না ; তাহার কারণ এই যে, সকল ইন্দ্রিয়ই স্ব স্ব কার্য্য করিতে মনের সাহায্য অপেক্ষা করে । মনঃ-সংযোগ ব্যতীত যখন কোন ইন্দ্রিয়েরই ক্রিয়া সম্পাদনে শক্তি নাই, তখন ইন্দ্রিয় অপেক্ষাও মন যে জবীয়ঃ বা অগ্রগামী, ইহা স্বীকার করিতে হইবে । সর্ববাধিক অগ্রগামী মনই যখন পূর্বোক্ত আত্মতত্ত্ব অনুভব করিতে পারে না, তখন তদধীন ইন্দ্রিয়গণের আর কথা কি ? তাই বলিলেন যে, কোন দেবতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ই ইহাকে প্রাপ্ত হয় নাই ।

আত্মা স্বভাবতঃ সর্বব্যাপী, সর্বপ্রকার সাংসারিক ধর্ম্ম—সুখ-দুঃখাদি রহিত, এবং নির্বিকার ; কিন্তু, বিবেকহীন মূঢ়গণ মনে করে যে, মনের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, তিনিই যেন ভিন্ন ভিন্ন দেহে থাকিয়া, বিবিধ বিকার ভোগ করিতেছেন । সেই আশঙ্কিত ভাব নিবারণার্থ শ্রুতি বলিয়াছেন যে, অনাত্ম বস্তু মন কিংবা ইন্দ্রিয়গণ যতই দ্রুতবেগে ধাবিত হউক না কেন, আত্মা যেন সেই সকলকেই অতিক্রম করিয়া অগ্রে গমন করে । এই গমনের অসত্যতা জ্ঞাপনার্থ স্বয়ং শ্রুতিই তাঁহাকে “তিষ্ঠৎ” বলিয়াছেন ; অর্থাৎ আপাততঃ তাহাকে গতিশীল ও বিকারী বলিয়া মনে হইলেও তিনি স্বয়ং নির্বিকার ভাবেই আছেন ।

সর্বদা আকাশে বিচরণ করে বলিয়া সকলের প্রাণ-ধারণ, চঞ্চল-স্বভাব, বায়ুকে ‘মাতরিশ্বা’ বলা হয়, ( মাতরি = অন্তরিক্ষে শ্রয়তি, গচ্ছতি, ইতি মাতরিশ্বা—বায়ুঃ ) । এই মাতরিশ্বাই বিশ্বষিধাতা ‘সূত্র’



ইনি ‘হিরণ্যগর্ভ’ নামেও অভিহিত হন । উক্ত মাতরিশ্বা আত্মচৈতন্যের আশ্রয়ে থাকিয়া, প্রাণিগণের প্রাণ-ধারণাদি সমস্ত ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল সম্পাদন করিতেছেন,—তিনিই অগ্নির জ্বলন ও দহন, সূর্য্যের বিশ্ব-প্রকাশন, মেঘের বারিবর্ষণ এবং অগ্ন্যাগ্ন ভূতের অপরাপন ক্রিয়া পৃথক পৃথক ভাবে সম্পাদন করিতেছেন । ‘এই পরমেশ্বরের ভয়ে বায়ু নিয়ত প্রবাহিত হইতেছেন ।’ ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারাও কথিত বিষয় সমর্থিত বা প্রমাণিত হইতেছে । বাস্তবিকই, একমাত্র এই আত্মার সন্তাবেই দেহেন্দ্রিয়াদির যাহা কিছু ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে ; নচেৎ তৎসমস্তই বিলুপ্ত হইয়া যাইত ॥৪॥

তদেজতি তন্নৈজতি তদদূরে তদ্বিস্তিকে ।

তদন্তরশ্চ সর্বশ্চ তদু সর্বশ্চাস্ত বাহ্যতঃ ॥ ১ ॥

তৎ ( আত্মচৈতন্য ) এজতি ( চলতি ), তৎ [ এব চ ] ন এজতি ( স্বতঃ নৈব চলতি চ ), তৎ দূরে, তৎ উ অস্তিকে ( সমীপে অপি ) । তৎ অশ্চ সর্বশ্চ ( জগতঃ ) অন্তঃ ( অভ্যন্তরে অস্তি ), তৎ উ অশ্চ সর্বশ্চ ( জগতঃ ) বাহ্যতঃ ( বহিরপি বর্ততে ইতিশেষঃ ) ॥

তিনি চলও বটে, নিশ্চলও বটে, তিনি অতি দূরে, অথচ অত্যন্ত নিকটে আছেন । তিনি এই সর্বজগতের অন্তরে ও বাহিরে বর্তমান আছেন ॥ ৫ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

ন মজ্জাণাং জামিতাহস্তি ইতি পূর্ব্বমন্তোক্তমপ্যর্থঃ পুনরাহ,—তদেজতীতি । তৎ আত্মতত্ত্বং যৎ প্রকৃতং, তদেজতি চলতি, তদেব চ নৈজতি স্বতো নৈব চলতি স্বতোহচলমেব স্ফীচলতীবেত্যর্থঃ । কিঞ্চ, তৎ দূরে বর্ষকোটিশতৈরপি অবিদ্যাম-প্রাপ্যত্বাৎ দূর ইব । তৎ + উ + অস্তিকে ইতি ছেদঃ ; তদন্তিকে সমীপেহত্যন্তমেব বিদ্যাম্ আত্মত্বাৎ, ন কেবলং দূরে—অস্তিকে চ । তদন্তরভ্যন্তরেহশ্চ সর্বশ্চ । “য আত্মা সর্বান্তরঃ” ইতি শ্রুতেঃ । অশ্চ সর্বশ্চ জগতো নাম-রূপ-ক্রিয়াত্মকশ্চ, তৎ উ অপি সর্বশ্চ বাহ্যতঃ, ব্যাপকত্বাদাকাশবৎ নিরতিশয়স্বভাবাৎ অন্তঃ “প্রজ্ঞানধন এব” ইতি চ শাস্তান্মিরন্তরঞ্চ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ :

মদ্রসকলের পুনরুক্তি দোষ নাই বলিয়া, এই মন্ত্রেও পূর্বোক্ত মন্ত্রার্থই পুনরুক্ত হইতেছে। পূর্ব মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, আত্মা স্বরূপতঃ অচল—ক্রিয়াহীন, কেবল উপাধির ক্রিয়ায় তাঁহার ক্রিয়া প্রতীতি হয় মাত্র। এখানেও সেই কথা,—তিনি গমন করেন, অথচ গমন করেন না। তিনি দূরেও আছেন, এবং নিকটেও আছেন। অস্ত্র লোকেরা কোটি কোটি জন্মেও আত্মাকে জানিতে পারে না ; সুতরাং তাহাদের পক্ষে তিনি অত্যন্ত দূরবর্তী, আর জ্ঞানী পুরুষেরা তাঁহাকে স্বীয় অন্তঃকরণেই আত্মরূপে উপলব্ধি করেন ; সুতরাং তাহাদের পক্ষে তিনি অত্যন্ত সমীপবর্তী ; কারণ, আত্মা অপেক্ষা আর কেহই অত্যন্ত নিকটবর্তী হইতে পারে না। অতএব, তিনি যে, কেবলই দূরে আছেন, তাহা নহে, তিনি অত্যন্ত নিকটেও আছেন।

তিনি নাম, রূপ ও ক্রিয়াপূর্ণ এই সমস্ত জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন ; ‘মিনি সর্ব বস্তুর অভ্যন্তরস্থিত আত্মা’ ; এই শ্রুতিও কথিত বিষয়ে প্রমাণ। তিনি আকাশের ণায় ব্যাপক ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ; এই কারণে তিনি বাহিরেও সর্ব বস্তুকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। শ্রুতি তাঁহাকে ‘নিরবচ্ছিন্ন ( অর্থাৎ অবকাশবিহীন ) জ্ঞানঘন, একরস বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; সুতরাং জগতে সর্বত্র সর্বতোভাবে তাঁহার সম্বন্ধ রহিয়াছে ; কুত্রাপি সেই সম্বন্ধের অভাব নাই, বুঝিতে হইবে ॥ ৫ ॥

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি ।

সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬ ॥

যঃ তু সর্বাণি ভূতানি আত্মনি এব অনুপশ্যতি, সর্বভূতেষু চ আত্মানম্ অনুপশ্যতি, [ সঃ ] ততঃ ( তস্মাৎ এব দর্শনাৎ—ভেদ-মোক্ষভাবাৎ ) ন বিজুগুপ্সতে ( জুগুপ্সাৎ—স্বগাং ন করোতি ) ॥

যিনি সৰ্বদা সৰ্বভূতকে আত্মাতে এবং আত্মাকেও সৰ্বভূতে দৰ্শন করেন, তিনি সেই সৰ্বাত্ম্যভাব-দৰ্শনের ফলে ( কাহাকেও ) ঘৃণা করেন না ॥৬॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যত্বিত্তি । যঃ পরিব্রাড্ মুমুক্শুঃ সৰ্বাণি ভূতানি অব্যক্তাদীনি স্থাবরাস্তানি আত্মশ্ৰেয়ানুপশ্ৰুতি—আত্মব্যতিরিক্তানি ন পশ্ৰুতীত্যর্থঃ । সৰ্বভূতেষু চ তেষেব চাত্মানং—তেষামপি ভূতানাং স্বমাগ্নানম্ আত্মত্বেন, যথাস্ত দেহস্ত কার্য্য-কারণ-সজ্জাতস্ত আত্মাহং সৰ্বপ্রত্যয়-সাক্ষিভূতশ্চেত্যত্মিত্য্। কেবলো নিগুণঃ ; অনেনৈব স্বরূপেণ অব্যক্তাদীনাম্ স্থাবরাস্তানাম্ অহমেবাশ্চেতি সৰ্বভূতেষু চাত্মানং মিৰ্ব্বিশেষং যন্ত অনুপশ্ৰুতি, স ততস্তস্মাদেব দৰ্শনাং ন বিজুগুপ্সতে—বিজুগুপ্সাং ঘৃণাং ন কৰোতি ' প্রাপ্তশ্চৈবানুবাদোহয়ম্ । সৰ্বা হি ঘৃণা আত্মনোহন্ত্যং হৃষ্টং পশ্ৰুতো ভবতি । আত্মানমেবাত্মশ্চবিগুহং নিরন্তরং পশ্ৰুতোঃ ন ঘৃণানিগিত্তমর্থাস্তরমন্তীতি প্রাপ্তমেব,—ততো ন বিজুগুপ্সত ইতি ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যিনি মুক্তিলাভের ইচ্ছায় প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে স্থাবর—তৃণ লতা পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুকে আত্মায় অবস্থিত দেখেন, কিছুই আত্মার বাহিরে কিংবা আত্মা হইতে পৃথক্ দেখেন না,—সেইরূপ আপনাকেও সৰ্বভূতে অবস্থিত দেখেন, অর্থাৎ জ্ঞান-সাক্ষী, বোদ্ধা আমি যে রূপ ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিরূপ এই দেহের আত্মা, সেইরূপ অব্যক্তাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সৰ্বভূতেরও আমিই আত্মা ; যিনি এইরূপে সৰ্বভূতে নির্বিশেষ আত্ম্যভাব দৰ্শন করেন, তিনি তাহার ফলে কাহাকেও ঘৃণা করেন না, বা করিতে পারেন না ।

সৰ্বাত্ম্যদৰ্শী ব্যক্তি যে, কাহাকেও ঘৃণা করেন না, ইহা কোনও বিধি বা আদেশ-বাক্যের ফল নহে ; ইহা তাঁহার সেই অবস্থার স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম, এই শ্রুতি সেই স্বাভাবিক অবস্থারই অনুবাদ বা উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র । তাৎপর্য্য এই যে, সাধারণতঃ অপর বস্তুর ( আত্ম-ভিন্ন বস্তুর ) কোমরূপ দোষ দেখিলেই ঘৃণা জন্মে ; কিন্তু যিনি

সর্বত্র নিত্য নিশ্চল, বিশুদ্ধ আত্মার সম্ভাব সন্দর্শন করেন, আত্মাহুিতে পৃথক্ কোন বস্তুই দর্শন করেন না, তাঁহার পক্ষে এমন কি পদার্থ আছে, যাহার দর্শনে ঘৃণা হইতে পারে ? কাজেই উক্ত বাক্যটিকে স্বতঃসিদ্ধি কথার উল্লেখরূপ-অনুবাদ ভিন্ন বিধি-বাক্য বলা যাইতে পারে না ॥ ৬ ॥

যস্মিন্ সৰ্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাত্মদৃ বিজানতঃ ।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭ ॥

যস্মিন্ ( কালে, পূর্বোক্তাত্মনি বা ) সৰ্ব্বাণি ভূতানি আত্মা এব অভূৎ (পরমার্থাত্ম-বস্তুদর্শনাৎ আত্মা সম্পন্নো ভবতি) । বিজানতঃ (পরমার্থতত্ত্বম্ অনুভবিতুঃ) একত্বম্ (সর্বত্র আত্মৈকত্বং চ) অনুপশ্যতঃ ( জনস্ত ) তত্র ( তস্মিন্ কালে আত্মনি বা ) কঃ মোহঃ, কঃ শোকঃ [চ] । [ অত্র অবিজ্ঞা-জ্ঞাত্যোঃ শোক-মোহয়োঃ-সম্ভব-প্রদর্শনেন সংসার নিবৃত্তিরপি হৃতিতা ভবতীত্যশয়ঃ ] ।

যে সময় সর্বভূতই আত্মার সঙ্গে এক ও অভিন্ন হইয়া যায়, তখন সেই একত্বদর্শী জ্ঞানীর শোকই বা কি ? আর মোহই বা কি ? শোক, মোহ, থাকে না ।

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

ইমমেবার্থমন্তোহপি মন্ত্র আহ ;—যস্মিন্ সৰ্ব্বাণি ভূতানি । যস্মিন্ কালে যথোক্তা-ত্মনি বা, তাত্ত্বে ভূতানি সৰ্ব্বাণি পরমার্থাত্মদর্শনাদ্ আত্মৈবাত্মদৃৎ আত্মৈব সংবৃত্তঃ, পরমার্থবস্তু-বিজ্ঞানতন্তত্র তস্মিন্ কালে তত্রাত্মনিবা কোমোহঃ, কঃ শোকঃ ? শোকশ্চ মোহশ্চ কাম-কর্ষবীজমজ্ঞানতো ভবক্তি ; ন তু আত্মৈকত্বং বিশুদ্ধং গগনোপমং পশ্যতঃ । কো মোহঃ কঃ শোক ইতি শোক-মোহয়োঃবিজ্ঞা-কার্য্যায়োঃ আক্ষেপেণ অসম্ভবপ্রদর্শনাৎ সকারণস্ত সংসারস্ত অন্তমেবোচ্ছেদঃ প্রদর্শিতো ভবতীতি ॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অপর মন্ত্রও পূর্বোক্ত অর্থই নির্দেশ করিতেছেন । এই মন্ত্র বলিতে-ছেন যে, কথিত আত্মতত্ত্ব-দর্শনের ফলে যে সময় বা যে আত্মাতে পূর্বোক্ত ভূতনিচয় নিশ্চয়ই আত্মস্বরূপ সম্পন্ন হইয়া যায় ; সেই আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ এবং সর্বত্র আত্মৈকত্বদর্শীর নিকট সেই সময় কিংবা সেই আত্মাতে শোকই বা কি ? মোহই বা কি ? শোক মোহ কিছুই থাকে না ।

সর্বত্র ভেদ-দর্শন বা আত্মজ্ঞানের অভাবই যে, বিভিন্ন বিষয়ে কামনা ও তদনুরূপ কৰ্ম বা চেষ্টা উৎপাদন করে, ইহা যাহারা জানে না, তাহারাই প্রিয়-বিয়েগে ও অপ্রিয়-সংযোগে শোক-মোহ অনুভব করিয়া থাকে ; কিন্তু যাহারা গগনের ন্যায় নিৰ্লেপ ও বিশুদ্ধ আত্মার যথার্থ স্বরূপ সন্দর্শন করিয়া, সর্বত্র আত্ম-সম্ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে কখনই শোক মোহ-সম্ভবপর হইতে পারে না । এস্থলে আত্মকল্পদর্শীর শোক-মোহের অসম্ভাবনা প্রদর্শন হইতে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তদবস্থায় সংসার ও সংসার কারণ অবিদ্যাও থাকে না,—উহা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৭ ॥

স পর্যাগাচ্ছ ক্রমকায়মব্রণ-

অন্যাবিরম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুঃ-

যাথা তথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাৎ

শাস্ত্রতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮ ॥

শুক্রং ( শুক্রঃ—শুদ্ধঃ দীপ্তিমানিতি যাবৎ ), অকায়ম্ ( অকায়ঃ—হৃৎশরীর-শূন্যঃ ), অব্রণম্ ( অব্রণঃ—অক্ষতঃ ), অন্যাবিরম্ অন্যাবিরম্—( শিরারহিতঃ । ব্রণ শিরোপলক্ষিত-স্থলশরীররহিতঃ ) শুদ্ধং ( শুদ্ধঃ—নির্মলঃ ), অপাপবিদ্ধং ( অপাপবিদ্ধঃ—দম্পাদশ্রমবর্জিতঃ ), কবিঃ ( সৰ্বদৃক্—ভূত-ভবিষ্যদ্বর্তমানদর্শীত্বার্থঃ ), মনীষী ( মনসঃ-প্রভূঃ—সর্বজ্ঞঃ ), পরিভূঃ ( সৰ্বোপরি বিরাজমানঃ ), স্বয়ম্ভুঃ ( নিরৈতুকঃ ) সঃ ( পরমাত্মা ) পর্যাগাৎ ( পরি—সমস্তাং গতবান্ ) [ স চ ] যাথা তথ্যতঃ ( যথাযথহেতু-ফলরূপেণ ) শাস্ত্রতীভ্যঃ ( নিত্যতীভ্যঃ ) সমাভ্যঃ ( সংবৎসরাত্যেভ্যঃ প্রজাপতিভ্যঃ ) অর্থান্ ( কর্তব্যাপদার্থান্ ) ( ব্যদধাৎ বিভজ্যদত্তবানিত্যর্থঃ ) ।

হৃৎ ও স্থলশরীর শূন্য, শুদ্ধ, নিষ্পাপ, জ্যোতির্ময়, সৰ্বদর্শী, মনীষী, সৰ্বোপরি বর্তমান ও স্বয়ং প্রকাশ সেই পরমাত্মা সমস্ত বস্তু ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, এবং সংবৎসরাধিপতি চিরন্তন প্রজাপতিগণকে কর্তব্য বিষয়সমূহ যথাযথরূপে প্রদান করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

বোহয়মতীতৈশ্মিন্ধ্বৈরুক্ত আত্মা, স স্বেন রূপেণ কিং লক্ষণ ইত্যাহ অয়ং মন্ত্রঃ । স পর্যাগাৎ, স যথোক্ত আত্মা পর্যাগাৎ—পরি সমস্তাৎ অগাৎ গতবান্ আকাশবদ্ব্যাপী-  
 ত্যর্থঃ । শুক্রং শুদ্ধং জ্যোতিষ্মৎ দীপ্তিমানিত্যর্থঃ । অকায়মশরীরঃ—লিঙ্গশরীর-  
 বর্জিত ইত্যর্থঃ । অত্রণমক্ষতম্ । অন্নাবিরং—স্নাবাঃ শিরা যস্মিন্ ন বিভক্ত ইত্য-  
 স্নাবিরম্ । অত্রণমন্নাবিরমিত্যাভ্যাং স্থলশরীর-প্রতিষেধঃ । শুদ্ধং নিশ্চলমবিভ্রামল-  
 রহিতমিতি কারণশরীরপ্রতিষেধঃ । অপাপবিদ্ধং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-পাপবর্জিতম্ ।  
 শুক্রমিত্যাদীনি বচাংসি পুংলিঙ্গদ্বয়েন পরিণেয়ানি । “স পর্যাগাৎ” ইতু্যপক্রম্য  
 “ক বিশ্বনীবী ইত্যাদিনা পুংলিঙ্গদ্বেনোপসংহারাৎ । কবিঃ ক্রান্তদর্শী—সর্বদৃক্ ।  
 “নাভ্যোহতোহস্তি দৃষ্টা” ইত্যাদিশব্দেভ্যঃ । মনীষী মনস ঈষিতা—সর্বজ্ঞ ঈশ্বর  
 ইত্যর্থঃ । পরিভূঃ সর্বেষাং পরি—উপরি ভবতীতি পরিভূঃ । স্বয়ম্ভুঃ স্বয়মেব ভবতীতি,  
 যেযম্মুপরি ভবতি, যশ্চোপরি ভবতি, সঃ সর্বঃ স্বয়মেব ভবতীতি স্বয়ম্ভুঃ । স  
 নিতামুক্তঈশ্বরো যথাতথ্যতঃ, সর্বজ্ঞত্বাদ্ যথাতথাভাবো যথাতথ্যতঃ তস্মাদ্ যথাভূত-  
 কর্ম্মফলসাধনতঃতর্হ্যনু কর্তব্যপদার্থান্ ব্যাদপাদ্বিহিতবান্—যথামুকুপং ব্যভজতিত্যর্থঃ ।  
 শান্ত্বীতিভ্যো নিত্যভঃ সমাভাঃ সংবৎসরাখ্যোভ্যঃ প্রজাপতিভ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্ববর্তী মন্ত্রসমূহে যে আত্মা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত  
 স্বরূপটি কিরূপ, তাহাই এই মন্ত্রে বর্ণিত হইতেছে,—

সেই আত্মা, শুক্র—বিশুদ্ধ, জ্যোতিষ্ময় ; অকায়—সূক্ষ্ম-শরীর-  
 রহিত, অত্রণ ও অন্নাবির, অর্থাৎ ক্ষত ও শিরাশূন্য ; স্তত্রাং স্থল-  
 শরীর রহিত ; আর তিনি, শুদ্ধ—নিশ্চল, অপাপবিদ্ধ—পাপ-পুণ্য-  
 সম্বন্ধ-বর্জিত, অর্থাৎ নিত্য নির্দোষ ; কবি—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান-  
 দর্শী ; মনীষী—মনেরও প্রভু—স্বায়ত্ত-চিন্তু ; এবং পরিভূ—সর্বোপরি  
 বিরাজমান । তিনি আকাশের ন্যায় সর্ববজগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন এবং  
 তিনিই চিরন্তন সমা অর্থাৎ সংবৎসরাধিপতি প্রজাপতিগণকে সমুচিত  
 কর্ম্মফল ও তৎসাধনীভূত কর্তব্যসমূহ বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন ॥ ৮ ॥

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে ।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়্য রতাঃ ॥৯॥

যে অবিদ্যাং ( জ্ঞানরহিতং কেবলং কৰ্ম্ম ) উপাসতে ( অল্পতিষ্ঠন্তি ), তে অন্ধম্ তমঃ ( অজ্ঞান-ভাবাং অদর্শনায়কম্ অহং মমাত্মভিমানং ) প্রবিশন্তি । যে উ ( পুনঃ ), বিদ্যায়্যং ( কৰ্ম্মাত্মত্বাৎ পরিত্যজ্য কেবলং দেবতৌপাসনে ) রতাঃ, তে [ অপি অজ্ঞানভাবাং ] ততঃ ( তস্মাৎ পূৰ্ব্বোক্তাং তমসঃ ) ভূয়ঃ ( বহুতরম্ ) ইব ( এব ) তমঃ ( অদর্শনায়কং প্রবিশন্তীতিশেষঃ ) ॥

যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমে ( অজ্ঞানাত্মকারে ) প্রবেশ করে । আর যাহারা কেবল দেবত-চিন্তায় নিরত থাকে, তাহারা তদপেক্ষাও অধিক অন্ধতমে প্রবেশ করে ॥ ৯ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

অত্রাণেন মন্ত্ৰেণ সৰ্বৈষণাপরিত্যাগেন জ্ঞাননিষ্ঠোক্তা—প্রথমো বেদার্থঃ ; “ঈশা বাশ্রমিদং সৰ্ব্বং, মাগৃধঃ কশ্চস্বিৎ ধনম্” ইতি অজ্ঞানাং জিজ্ঞাবিষুণাং জ্ঞাননিষ্ঠাহস-স্তবে “কুৰ্ব্বন্নেবেহ কৰ্ম্মাণি জিজ্ঞাবিষৎ” ইতি কৰ্ম্মনিষ্ঠোক্তা—দ্বিতীয়ো বেদার্থঃ । অনয়োঃচ নিষ্ঠয়োৰ্বিভাগো মন্ত্ৰপ্রদর্শিতয়োৰ্হদারণ্যকেহপি প্রদর্শিতঃ,— “সোহকাময়ত—জায়া মে স্তাৎ” ইত্যাদিনা । অজস্য কামিনঃ কৰ্ম্মাণীতি । “মন এণাস্তায়া, বাগ্জায়া” ইত্যাদিবচনাং অজস্বঃ কামিস্বঃ চ কৰ্ম্মনিষ্ঠস্ত নিশ্চিতমব-গম্যতে । তথাচ, তৎফলং সপ্তান্নসৰ্গস্তেষ্টায়াভাবেনাশ্বরূপাবস্থানং, জায়াশ্চেষণা-ত্রয়সন্ন্যাসেন চাত্তবিদাং কৰ্ম্মনিষ্ঠাপ্রাতিকূল্যেন আশ্বস্বরূপনিষ্ঠৈব দর্শিতা,— “কিং প্রজয়া করিষ্যামো বেষাং নোহয়মায়াহয়ং লোকে” ইত্যাদিনা । যে তু জ্ঞাননিষ্ঠাঃ সন্ন্যাসিনঃ তেভ্যঃ “অমুখ্যা নাম তে”, ইত্যাদিনা অবিশ্বস্মিন্দাধ্বারেন আশ্বনোবাখায়াং স পর্য্যগাদ্” ইত্যেতদন্তেষ্টমন্ত্রৈকপদিষ্টম্ ; তে হত্যাধিকৃত্য ন কামিন ইতি । তথা চ ষ্ঠেতাখতরাণাং মন্ত্ৰোপনিষদি—“অত্যাশ্রমিত্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সমাগৃষি-সজ্বজুষ্টম্” ইত্যাদি বিভজ্যোক্তম্ । যে তু কৰ্ম্মিণঃ কৰ্ম্মনিষ্ঠাঃ কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্ত এব জিজ্ঞাবিষবস্তেভ্য ইদমুচ্যতে ;—অন্ধং তম ইত্যাদি । কথং পুনরেবমবগম্যতে, ন তু সৰ্বৈষামিতি ? উচ্যতে—অকামিনঃ সাধা-সাধনভেদোপমর্দেন, “যস্মিন্ সৰ্ব্বাণি ভূতান্ভূতৈবাত্মবিজানতঃ । তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একমমুপশ্রুতঃ”

ইতি যদ আত্মৈকত্ববিজ্ঞানং, তন্ন কেনচিৎ কৰ্ম্মণা জ্ঞানান্তরেণ বা হৃমূঢ়ঃ সমুচ্চিচীষতি । ইহ তু সমুচ্চিচীষয়াহবিদ্বদাদিনিদা ক্রিয়তে । তত্র চ যন্ত যেন সমুচ্চয়ঃ সম্ভবতি ত্রায়তঃ শাস্ত্রতো বা, তদীহোচ্যতে । যৎ দৈবং বিত্তং দেবতাবিষয়ং জ্ঞানং কৰ্ম্মদম্বন্ধিভেন উপভূক্তং, ন পরমায়জ্ঞানম্, “বিত্তয়া দেবলোকঃ” ইতি পৃথক্ ফলশ্রবণাৎ তয়োজ্ঞানিকৰ্ম্মণোরিহ একৈকানুষ্ঠাননিদা সমুচ্চিচীষয়া, ন নিন্দা-পরৈব, একৈকশ্চ পৃথক্ফলশ্রবণাৎ । “বিত্তয়া তদারোহন্তি,” “বিত্তয়া দেবলোকঃ,” “ন তত্র দক্ষিণা যন্তি,” “কৰ্ম্মণা পিতৃলোকঃ” ইতি । নহি শাস্ত্রবিহিতং কিঞ্চিদ-কর্তব্যতামিমাং । তত্র অন্ধঃতমঃ অদর্শনায়কং তমঃ প্রবিশন্তি । কে ? যে অবিজ্ঞাঃ—বিত্তয়া অত্রা অবিজ্ঞা, তাং কৰ্ম্মেত্যর্থঃ ; কৰ্ম্মণো বিজ্ঞাবিরোধিত্বাৎ । তামবিজ্ঞা-মগ্নিহোত্রাদিলক্ষণামেব কেবলামুপাসতে,—তৎপরাঃ সন্তোহনুভিত্তীত্যভিপ্রায়ঃ । ততস্তদ্বাদকায়কাত্মসো ভূয় ইব বহুতরমেব তে তমঃ প্রবিশন্তি । কে ? কৰ্ম্ম হিমা যে উ যে তু বিজ্ঞায়ামেব দেবতাজ্ঞান এব রতাঃ অভিরতাঃ । তত্র অবাস্তরফল-ভেদং বিজ্ঞাকৰ্ম্মণোঃ সমুচ্চয়কারণমাহ । অত্রথা ফলবদফলবতোঃ সন্নিহিতয়োঃ অঙ্গান্নিতৈব স্তাদিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

### ভাষ্যানুবাদ ।

প্রথম মন্ত্রে পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গাদি লোক লাভের বাসনা পরিত্যাগ-পূর্বক জ্ঞান-নিষ্ঠা গ্রহণের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে আত্মজ্ঞানে অক্ষম, জীবনেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে কৰ্ম্মনিষ্ঠা অবলম্বনের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । বৃহদারণ্যকোপনিষদেও জ্ঞাননিষ্ঠা ও কৰ্ম্মনিষ্ঠার এইরূপই বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে । সেখানে আছে,—“প্রথমজাত পুরুষ হিরণ্যগর্ভ কামনা করিলেন,—যে, ‘আমার একটি জায়া (পত্নী) হউক,’ ইত্যাদি । সেই বাক্যে আত্মজ্ঞানবিহীন, কামনাবান্ পুরুষের জগৎ কৰ্ম্মানুষ্ঠান নির্দিষ্ট হইয়াছে । তৎপরবর্তী ‘মনই ইহার আত্মা, বাক্যই ইহার পত্নী’, ইত্যাদি বাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আত্মজ্ঞানের অভাব ও ভোগ-বিষয়ে অভিলাষই কৰ্ম্মনিষ্ঠার মূল কারণ ; আর সপ্তপ্রকার অম্মের ( ভোগ্য পদার্থের )



সৃষ্টি এবং তাহাতেই যে, ‘আমি, আমার’ ইত্যাদিরূপ মমতা স্থাপন, তাহাই সংসার এবং কৰ্ম্মনিষ্ঠার ফল । পক্ষান্তরে. যাঁহারা আত্মবিৎ, তাঁহাদের পক্ষে ‘আমরা সেই সন্তান দ্বারা কি করিব, যাহা দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না’, ইত্যাদি বাক্যে পুত্রাদি কামনা ও ‘আমি, আমার’ প্রভৃতি অভিমান পরিত্যাগ পূর্বক, কৰ্ম্ম-নিষ্ঠার বিপরীত জ্ঞান-নিষ্ঠাই প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

বস্তুতই যাঁহারা আত্মনিষ্ঠজ্ঞানী, কেবল তাঁহাদেরই জন্ম ‘স পর্যাগাৎ’ এই মন্ত্রপর্য্যন্ত সমস্ত বাক্যে আত্মার যথাযথ স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে ; এবং ইহাদের স্মৃতির জন্মই “অসূর্য্যা নাম তে লোকাঃ,” ইত্যাদি মন্ত্রে আত্মজ্ঞান-বিহীন পুরুষের নিন্দা প্রদর্শিত হইয়াছে । অতএব, জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষেরাই এই আত্মতত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী, কামনাবান্ (সকাম) পুরুষেরা নহে । শ্বেতাশ্বতরীয় মন্ত্রোপনিষদে কথিত আছে যে, ‘অত্যাশ্রমী সন্ন্যাসিগণের উদ্দেশে ঋষিগণ-সেবিত পরমপবিত্র আত্মতত্ত্ব সম্যকরূপে উপদেশ করিয়াছিলেন ।’ সেখানে ‘অত্যাশ্রমী’ শব্দে জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ বুঝিতে হইবে এবং তাঁহাদের জন্মই বিশেষভাবে আত্মতত্ত্বোপদেশ নির্দিষ্ট হইয়াছে । আর যাহারা কৰ্ম্মনিষ্ঠ—যাবজ্জীবন কৰ্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের জন্মই এই “অন্ধং তমঃ” মন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ।

ভাল, এই মন্ত্র যে, কেবল সকাম ব্যক্তির পক্ষেই প্রযুক্ত হইয়াছে,—অন্য কাহারো পক্ষে প্রযুক্ত হয় নাই, ইহা বুঝা যায় কিসে ? এ আপত্তির উত্তর এই,—অতীত সপ্তম মন্ত্রে সাধ্য—ফল ও তৎসাধনাদিবিষয়ে ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগের উপদেশ আছে ; সুতরাং তাহার সহিত যে কোন কৰ্ম্মের কিংবা দৈবত-চিন্তার সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠান হইতেই পারে না, একথা কোন বুদ্ধিমান পুরুষই অস্বীকার করিতে পারেন না । শাস্ত্র ও গ্রন্থানুসারে

যে রূপ কর্মের সহিত যে রূপ বিচার ( দেবতাজ্ঞানের ) সমুচ্চয় বা একত্র অনুষ্ঠান হইতে পারে, তাদৃশ কর্ম ও জ্ঞানের ( দেবতাজ্ঞানের ) সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠান করা একান্ত কর্তব্য, এই অবশ্যকর্তব্যতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে কেবলই কর্মে কিংবা কেবলই জ্ঞানে রত অজ্ঞ পুরুষদিগের নিন্দা করা হইয়াছে । [অভিপ্রায় এই যে] যে সকল দৈববিশ্ব ( দেবতার উপাসনা ) কর্মের সহিত অনুষ্ঠেয় বলিয়া বিহিত আছে, সেই সকল জ্ঞান কখনই পরমাত্ম-জ্ঞান হইতে পারে না ; কারণ, এই সকল বিদ্যা বা জ্ঞানের ফল হইতেছে—দেবলোক-প্রাপ্তি, আর পরমাত্ম-জ্ঞানের ফল হইতেছে—মোক্ষ-প্রাপ্তি ; সুতরাং এইরূপ ফলের পার্থক্য হইতেই তৎসাধনীভূত উভয় প্রকার জ্ঞানের-পার্থক্য বা ভেদ সহজেই অনুমিত হয় । অতএব, দেবতাজ্ঞান ( দেবতার উপাসনা ) ও কর্ম-অনুষ্ঠানের একত্র সম্ভব থাকায় কর্ম ও কেবল দেবতারাধনা, একটি-মাত্রের অনুষ্ঠানে নিন্দা করা হইয়াছে, বস্তুতঃ কর্ম বা দেবতাপাসনার নিন্দা করা হয় নাই । তাহা হইলে ‘বিদ্যা দ্বারা দেবলোক-লাভ হয় ।’ ‘বিদ্যা দ্বারা সেই স্থানে গমন করে ।’ ‘কর্মীরা সেই স্থানে যাইতে পারে না’ । ‘কর্ম দ্বারা পিতৃলোক-লাভ হয়’—ইত্যাদি রূপে জ্ঞান ও কর্মের পৃথক্ পৃথক্ ফলের উল্লেখ থাকিত না । বস্তুতঃ শাস্ত্র-বিহিত কর্ম কখনই অকর্তব্য বা অনুষ্ঠানের অযোগ্য হইতে পারে না ।

এই মন্ত্রটির সম্মিলিত অর্থ এইরূপ,—যাহারা অবিচার উপাসনা করে, তাহারা অন্ধ তমে প্রবেশ করে, অর্থাৎ ‘আমি, আমার’ ইত্যাদি অভিমানাত্মক অজ্ঞানে মুগ্ধ হয় । ‘অবিদ্যা’ অর্থ—আত্মজ্ঞানের প্রতিকূল—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ; যাহারা কেবলই কর্মতৎপর, তাহারা অন্ধ তমে প্রবেশ করে ; আর যাহারা কর্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া, কেবলই বিদ্যায় ( দেবতা-চিন্তায় ) নিরত থাকে, তাহারা পূর্বাপেক্ষাও অধিকতর অন্ধ তমে প্রবেশ করে ।

বিদ্যা ও কর্মের পৃথক পৃথক অনুষ্ঠানে যে দুইটি ফলের উল্লেখ হইল, এই দুইটি ফলই অবান্তর (অপ্রধান) ফল মাত্র, উহাদের এতদ্ভিন্ন আরও ফল আছে । পৃথক ফলের উল্লেখ না থাকিলে, সহজেই মনে হইত যে, উভয়ের মধ্যে যাহার ফলোন্মেষ নাই, সেইটি বোধ হয় অপরটির অঙ্গ বা অধীন—স্বতন্ত্র নহে । পৃথক পৃথক ফলোন্মেষদ্বারা সেই শঙ্কার পরিহার করা হইল ॥ ৯ ॥

অন্যদেবাত্ত্ববিদ্যাহ্নদাহ্নবিদ্যয়া ।

ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০ ॥

বিদ্যয়া ( দেবতাজ্ঞানেন ) অন্তঃ ( কর্মফলাৎ পৃথক্ ) এব ( ফলং—দেব-লোক-প্রাপ্তিরূপম্ ), আহঃ ( পণ্ডিতাঃ বদন্তি ), অবিদ্যয়া ( কর্মণা ) অন্তঃ ( ফলং পিতৃলোক-প্রাপ্তিরূপম্ ) আহঃ । যে ( আচার্য্যাঃ ) নঃ ( অশ্বভাং ) তৎ ( কর্ম, জ্ঞানং চ ) বিচচক্ষিরে ( ব্যাখ্যাতবন্তঃ, তেষাং ) ধীরাণাং ( ধীমতাং ) ইতি ( এবং-প্রকারং বচনম্ ) শুশ্রুম ( বয়ং শ্রুতবন্তঃ ) ॥

পণ্ডিতগণ বলেন যে, বিদ্যার ফল অন্ত, এবং অবিদ্যারও ফল অন্ত । যাহারা আমাদের নিকট ঐ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই স্বধীগণের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১০ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

অন্যদেবেত্যাদি । অন্তঃ পৃথগেব বিদ্যয়া ক্রিয়তে ফলমিত্যাহবদন্তি, “বিদ্যয়া দেবলোকঃ,” “বিদ্যয়া তদারোহন্তি,” ইতি শ্রুতেঃ । অন্তদাহ্নবিদ্যয়া কর্মণা ক্রিয়তে, “কর্মণা পিতৃলোকঃ,” ইতি শ্রুতেঃ । ইত্যেবং শুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং ধীরাণাং ধীমতাং বচনম্; যে আচার্য্যা নোহশ্বভাং তৎ কর্ম চ জ্ঞানং চ বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তঃ । তেষাময়মাগমঃ পারম্পর্যাগত ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

[ পণ্ডিতগণ ] বলেন, দেবতা-চিন্তারূপ বিদ্যা দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত-হওয়া যায়, তাহা কর্ম-ফল হইতে পৃথক বা ভিন্ন—দেবলোকাদি প্রাপ্তি । “বিদ্যাদ্বারা দেবলোক-প্রাপ্তি হয়,” “বিদ্যা দ্বারা সেই স্থানে

( দেবলোকাদিত ) গমন করে, ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাও একথা সমর্থিত হয় । আর অবিদ্যা—অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম দ্বারা যে ফল লাভ হয়, তাহাও বিদ্যা-ফল হইতে পৃথক—পিতৃলোকাদি-প্রাপ্তি । ‘বিদ্যাদ্বারা পিতৃ-লোক লাভ হয়,’ এই শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ । যে সকল বেদাচার্য্য আমাদের নিকট কৰ্ম্ম ও জ্ঞানের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সকল স্তম্ভাগণের নিকট হইতে আমরা উক্তপ্রকার উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১০ ॥

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যন্তদ্বৈদোভয়ং সহ ।

অবিদ্যা মৃত্যুং তীৰ্ণা বিদ্যান্নতমশ্নুতে ॥ ১১ ॥

গঃ [ পুনঃ ] বিদ্যাঃ ( দেবতাজ্ঞানং ) চ অবিদ্যাং ( কৰ্ম্ম ) চ, তৎ উভয়ং সহ ( একেন পুরুষেণ অন্বষ্টেয়ম্ ) বেদ ( জানাতি, সং ) অবিদ্যা ( কৰ্ম্মণা ) মৃত্যুং ( হত্বাজনকং কাম্যকৰ্ম্মাদিকং মোক্ষলাভ-প্রতিকূলং বা ) তীৰ্ণা ( অতিক্রম্য ) বিদ্যা ( দেবতাজ্ঞানেন, উপাসনয়া বা ) অমৃতং ( চিরজীবিত্বং, দেবতাস্বভাবমিতার্থঃ ) অশ্নুতে ( প্রাপ্নোতি ) ॥

যে লোক জানে যে, বিদ্যা ও অবিদ্যার একত্র অন্বষ্ঠান হইতে পারে, সে অবিদ্যাদ্বারা মর্ত্যভাব অতিক্রম করিয়া, বিদ্যাদ্বারা দেবভাব লাভ করে ॥ ১১ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ ।

যত এবম্, অতঃ বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ দেবতাজ্ঞানং কৰ্ম্ম চেত্যর্থঃ । যন্তং এত-দ্বয়ং সহ একেন পুরুষেণান্বষ্টেয়ং বেদ, তৈশ্চৈবং সমুচ্চয়কারণ এব একপুরুষার্থসম্বন্ধঃ ক্রমেণ শ্রুতিত্বাচ্চ্যতে,—অবিদ্যা কৰ্ম্মণা—অগ্নিহোত্রাদিনা মৃত্যুং স্বাভাবিকং কৰ্ম্ম জ্ঞানং চ মৃত্যুশব্দবাচ্যম্, উভয়ং তীৰ্ণা অতিক্রম্য বিদ্যা দেবতাজ্ঞানেন অমৃতং দেবতাস্বভাবম্ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি । তন্নি অমৃতমুচ্যতে, যদেবতাস্বগমনম্ ॥ ১১ ॥

ভাস্মানুবাদ ।

যেহেতু, উক্তপ্রকার বিদ্যা ও কৰ্ম্মের পৃথক অনুষ্ঠানে দোষ-শ্রুতি আছে ; অতএব যে লোক জানে যে, দেবতীচিন্তা ও কৰ্ম্মানুষ্ঠান একই ব্যক্তি এক সঙ্গে অনুষ্ঠান করিতে পারে ; সে লোক

নিশ্চয়ই দেবতাচিন্তা ও বিহিত কৰ্ম, উভয়েরই একত্র অনুষ্ঠান করে, এবং ক্রমে তাহাদ্বারাই আপন অভীষ্ট ফলও প্রাপ্ত হয় । প্রথমে কন্মরূপ অবিद्या দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করে, পশ্চাৎ দেবতাচিন্তারূপ বিद्याদ্বারা অমৃত ( ক্রমমুক্তি ) লাভ করে । এখানে মৃত্যু অর্থ— অবিবেকী পুরুষের অবিশুদ্ধ জ্ঞান ও কৰ্ম, এবং ‘অমৃত’ অর্থ— দেবতার স্বরূপপ্রাপ্তি, কিন্তু মুক্তি নহে \* ॥ ১১ ॥

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঃসম্ভূতিমুপাসতে ।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাংরতাঃ ॥ ১২ ॥

যে [ পুনঃ অগ্নিহোত্রাদীন কন্মাণি অনাদৃত্য ] অসম্ভূতিং ( কারণভূতাং প্রকৃতিমেব ) উপাসতে ( ভজন্তি ), তে অন্ধং তমঃ ( অদর্শনাত্মকং অজ্ঞানং ) প্রবিশন্তি । যে উ ( অপি ), সম্ভূত্যাং ( উৎপত্তিশীলৈ হিরণ্যগভাদৌ, তত্পার্মনে হতি ভাবঃ ) রতাঃ ( আসক্তাঃ ) । তে ততঃ ভূয়ঃ ইব ( তন্মাদধিকমিব ) তমঃ ( প্রবিশন্তি ইতি শেষঃ ) ॥

যাহারা অসম্ভূতির ( প্রকৃতির ) উপাসনা করে, তাহারা অন্ধ-তমে প্রবেশ করে । আর যাহারা সম্ভূতির ( হিরণ্যগভাদির ) উপাসনা করে, তাহারা আরও অধিক অন্ধ তমে প্রবেশ করে ॥ ১২ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

অধুন। ব্যাকৃত্যব্যাকৃতোপাসনয়োঃ সমুচ্চিচীষয়া প্রত্যেকং নিন্দোচ্যতে । অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অসম্ভূতিং, সম্ভবনং সম্ভূতিঃ, সা যন্ত কার্ণাশ্চ, না সম্ভূতিঃ,

\* জ্ঞান-জ্ঞানবিমুখ অবিবেকী লোক যতই দেবতাপাসনা ও কৰ্ম্মানুষ্ঠান করুক না কেন, আয়তন-জ্ঞান ব্যতীত কিছুতেই মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতে পারে না ; এই কারণে অজ্ঞ পুরুষ-দিগের অনানুচিন্তা ও কৰ্ম্মানুষ্ঠানকে ‘মৃত্যু’ বলা হইয়াছে ।

‘অমৃত’ শব্দের দুই অর্থ— মুক্তি ও দেবত্ব । আয়জ্ঞানীর দেহপাতেই মুক্তি হয়, তাহার আর পুনর্বার মরণ হয় না ; এই কারণে তাহাকে অমৃত বলে । আর দেবগণ সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন হন, এবং প্রথম কাল উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান থাকেন, মরেন না, এই কারণে তাহাদিগকেও ‘অমৃত’ বলে । পুরাণ-শাস্ত্রে আছে,—“আভূতসংপ্রবং স্থানং অমৃতং হি ভাষ্যতে ।” অর্থাৎ অলমপযান্ত অবস্থিতিকে ‘অমৃতত্ব’ বলে । এই কারণই আচার্য্য এখানে ‘অমৃত’ শব্দে দেবতাব্যাপ্তি অর্থ করিয়াছেন ।

তত্ৰা অত্ৰা অসম্ভূতিঃ প্রকৃতিঃ—কারণমবিজ্ঞা অব্যাকৃতত্যা ; তাম্ অসম্ভূতিম্ অব্যাকৃতত্যাং প্রকৃতিং কারণমবিজ্ঞাং কাম-কর্মবীজভূতাম্ অদর্শনাত্মিকাম্ উপাসতে যে তে তদনুরূপমেব অন্ধং তমোহদর্শনাত্মকং প্রবিশন্তি । ততন্তুতাদপি ভূয়ো বততরানিব তমঃ প্রবিশন্তি, যে উ সম্ভূতাং কার্যাব্রক্ষণি হিরণ্যগর্ভাত্যো রতাঃ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ব্যষ্টির যেমন এক একটির পৃথক্ ভাবে বা সমুচ্চয়ে উপাসনা হইতে পারে, তেমনি সমষ্টিরও এক সঙ্গে উপাসনা হইতে পারে ; তন্মধ্যে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির একত্র (সমুচ্চয়ে) উপাসনা-বিধানার্থ তদুভয়ের পৃথক্ উপাসনার নিন্দা করিতেছেন ।

যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার নাম সম্ভূতি, আর যাহার উৎপত্তি নাই, স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্ব, তাহার নাম অসম্ভূতি । স্মরণ্য সম্ভূতির অর্থ হইতেছে,—উৎপত্তিশীল বস্তু হিরণ্যগর্ভপ্রভৃতি ; আর অসম্ভূতির অর্থ হইতেছে,—জগতের মূল কারণ, অব্যাকৃত শব্দবাচ্য, ( কোন নাম ও রূপে অভিযুক্ত নহে, এমন ) প্রকৃতি ; জীবের সুখ-দুঃখ-ভোগের কারণীভূত কর্মময় বাজ এই অব্যাকৃত প্রকৃতিতেই নিহিত থাকে ।

যাহারা অনাত্মক ( জড়রূপা ) এই অব্যাকৃত প্রকৃতির ( অসম্ভূতির ) উপাসনা করে, তাহারা সেই উপাসনানুসারে অন্ধ তমে অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করে ; আর যাহারা সম্ভূতি অর্থাৎ প্রকৃতিসম্ভূত হিরণ্যগর্ভের উপাসনায় রত থাকে, তাহারা আরও অধিকতর অন্ধ তমে প্রবেশ করে \* ॥ ১২ ॥

\* অভিপ্রায় এই যে,—জগতের প্রধান উপাদান সম্ভূত, রজঃ, ও তমঃ, এই গুণত্রয় বধন সাম্যাবস্থায় থাকে ; তখন তাহাকে ‘প্রকৃতি’ বলে । যে অবস্থায় কোন কাযাই হয় না, সেই অবস্থাকে সাম্যাবস্থা বলে । মায়ী, অবিন্যা, অজ্ঞান ও অব্যাকৃত, ইহারই নামান্তর । এই প্রকৃতি অচেতন—জড় পদার্থ এবং সমস্ত জগতের মূল কারণ, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ ও জীবের শুভাশুভ কল্পবাসনা—পুণ্য-পাপ, সমস্তই নৃক্ষভাবে বা অনভিযুক্তরূপে ইহাতে লুপ্তাশ্রিত থাকে ; এই নিমিত্ত ইহাকে ‘অব্যাকৃত’ ও ‘অদভূতি’ বলা হয় । জাগতিক যে কোন পদার্থ—এমন কি হিরণ্যগর্ভের শরীর পর্যন্ত এই প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হয় বলিয়া ‘সম্ভূতি’ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে ।

অন্যদেবাল্লঃ সম্ভবাদন্যদাহরসম্ভবাৎ ।

ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচক্ষিরে ॥ ১৩ ॥

সম্ভবাৎ ( হিরণ্যগর্ভোপাসনাং ) অত্ৰং ( পৃথক্ ) এব [ ফলং অগ্নিমাষ্টৈশ্বর্য্য-  
লাভ-রূপম্ উৎপত্ততে ইতি ] আহঃ ( বদন্তি ' [ ধীরা ইতি শেষঃ ] । অসম্ভবাৎ  
( অব্যাকৃতাং, তদুপাসনাদিত্যর্থঃ ) অত্ৰং ( পৃথক্ ফলং অক্লতমঃ প্রাপ্তিঃ, প্রকৃতিভয়ঃ  
চ ) আহঃ । [ কে ?— ] যে তৎ ( ফলদ্বয়ং ) নঃ ( অশ্রভ্যাং ) বিচক্ষিরে  
( ব্যাখ্যাং তবস্তঃ ) । তেষাং ধীরাণাং [ এবং - ] ইতি ( বচনম্ ) [ বয়ং ] শুশ্রুম ॥

পণ্ডিতগণ বলেন, সম্ভূতির ফল পৃথক্, আর অসম্ভূতির ফল পৃথক্ । বাহারা  
আমাদের নিকট ঐ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সূধীগণের নিকট ইহা শ্রবণ  
করিয়াছি ॥ ১৩ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

অধুনোভয়রূপোপাসনয়োঃ সমুচ্চয়-কারণম্ অবয়বফলভেদমাহ,—অন্যদেবোতি ।  
অন্যদেব পৃথগেব আহঃ ফলং সম্ভবাৎ সম্ভূতেঃ কার্য্যত্রয়োপাসনাং অগ্নিমাষ্টৈশ্বর্য্য-  
লাভং ব্যাখ্যাং তবস্ত ইত্যর্থঃ । তথা চ অন্যদাহরসম্ভবাৎ অসম্ভূতেঃ অব্যাকৃতাং  
অব্যাকৃতোপাসনাং, বহুত্বম্—“অক্লং তমঃ প্রবিশন্তি” ইতি, প্রকৃতিভয় ইতি চ  
পৌরাণিকৈরুচ্যতে, ইত্যেবং শুশ্রুম ধীরাণাং বচনম্, যে নস্তদ্বিচক্ষিরে ব্যাকৃতা-  
ব্যাকৃতোপাসনফলং ব্যাখ্যাং তবস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

উক্ত-ব্যাপ্তি ও সমষ্টির একত্র ( সমুচ্চয়ে ) অনুষ্ঠান করিলে, উহাদের  
এক একটি হইতে কি কি ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা বলিতে-  
ছেন,—পণ্ডিতগণ বলেন, সম্ভব—( সম্ভূতি ) হিরণ্যগর্ভের উপাসনার  
ফল পৃথক্—অগ্নিমাঈ ঐশ্বর্য্য লাভ, (\*) আর অসম্ভব অর্থাৎ

\* উপাসনা বিষয়ে ক্রটি বলিয়াছেন যে, তৎ যথা যথা উপাসতে, ইত্যশ্রিত্য তথা ভবতি ;  
অর্থাৎ ব্রহ্মকে যে লোক যে ভাবে উপাসনা করে, সে লোক মৃত্যুর পর সেই ভাবেই তাঁহাকে  
প্রাপ্ত হয় । সুতরাং বাহ্যিক অজ্ঞানাত্মক প্রকৃতির উপাসনা করে, তাহার দীর্ঘকাল প্রকৃতিতে  
ঘিলীন হইয়া অজ্ঞানাবস্থাই লাভ করে । 'দশ মনন্তরাণি হি তিষ্ঠন্ত্যব্যাকৃতিস্তবঃ ।' এই বচনানু-  
সারে জানা যায় যে, তাহার দশ মনন্তর পর্যন্ত প্রকৃতিতে ঘিলীন থাকে । আর ভগৎ-সমষ্টিরূপা

অব্যাকৃত প্রকৃতির উপাসনার ফলও পৃথক্ বা অন্যরূপ—অন্ধ তমে প্রবেশ । পৌরাণিকগণের মতে প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্তিও উহার অপর একটি ফল । যে সকল স্তম্ভীগণ আমাদের নিকট এই ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত উপাসনার ফল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১৩ ॥

সম্ভৃতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যন্তদ্বৈদোভয়ং সহ ।

বিনাশেন মৃত্যুং তীৰ্ত্ত্বা সম্ভৃত্যামৃতমশ্নুতে ॥ . ৪ ॥

যঃ সম্ভৃতিং ( অত্র অকার-লোপঃ দ্রষ্টব্যঃ, ততশ্চ অসম্ভৃতিং অব্যাকৃতাত্ম্যং প্রকৃতিমিত্যর্থঃ । ) চ, বিনাশং ( ব্যাকৃত-হিরণ্যগর্ভাদিৎ ) চ, তৎ উভয়ং সহ ( একেন এব পুরুষেণ অন্তর্ভেদে ) বেদ ( জানাতি ), সঃ বিনাশেন ( হিরণ্যগর্ভাদ্য-পাসনেন ) মৃত্যুং ( অপশ্ন-কামাদিলক্ষণম্ অনৈশ্বৰ্য্যং ) তীৰ্ত্ত্বা ( অতিক্রমা ) সম্ভৃত্যা ( অব্যাকৃত-প্রকৃত্যুপাসনেন ) অমৃতম্ ( প্রকৃতিলয়ম্ ) অশ্নুতে ( প্রাপ্নোতি ॥

যে লোক বুঝিয়াছে যে, অসম্ভৃতি ও বিনাশ—হিরণ্যগর্ভের একমস্তে আরাধনা হইতে পারে, সে লোক বিনাশের দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অসম্ভৃতির দ্বারা অমৃত ভোগ করে ॥ ১৪ ॥

শাস্ত্ররভাস্যাম ।

যত এবম্, অতঃ সমুচ্চয়ঃ সম্ভৃত্যাসম্ভৃত্যুপাসনয়োর্বুৎ এবৈকপুরুষার্থত্বাচ্চ, ইত্যাহ,—সম্ভৃতিং চ বিনাশং চ যন্তদ্বৈদোভয়ং সহ । বিনাশেন—বিনাশো ধর্ম্মো যন্ত কার্ণাস্ত, সঃ ; তেন ধর্ম্মিণা অভেদেন উচ্যতে বিনাশ ইতি । তেন তদুপাসনেন অনৈশ্বৰ্য্যম্ অপশ্নকামাদিদোষজাতং চ মৃত্যুং তীৰ্ত্ত্বা, হিরণ্যগর্ভো-

প্রকৃতির ব্যৃতিভাব হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি এক একটি রূপ লইয়া উপাসনা করে ; তাহারা সেই ব্যক্তির অনুসরণই ফল প্রাপ্ত হয় ।

তাৎপৰ্য্য, অগ্নিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিষ ও কাম্যবসায়িতা, এই আটটিকে ঐখ্যা বলে । তন্মধ্যে, অগ্নিমা—পরমাগ্নির স্তায় হৃদয়তালভের ক্ষমতা । লঘিমা—তুলার মত হালকা হইবার শক্তি । প্রাপ্তি—একস্থানে থাকিয়া অল্প স্থানের বস্তুকেও চক্ষু দ্বারা পাইবার ক্ষমতা । প্রাকাম্য—ইচ্ছামত বিষয় পাইবার শক্তি । মহিমা—পুরুষাদির স্তায় বৃহত্তরতা-লাভের ক্ষমতা । ঈশিত্ব—সকলকে নিজের শাসনে রাখিবার ক্ষমতা । বশিষ—ভূত ভৌতিক সমস্ত পদার্থকে নিজের বশে রাখিবার শক্তি । কাম্যবসায়িতা—কোথাও ইচ্ছা বাহত না হওয়া । চতুর্দশ হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনার উক্ত অষ্ট প্রকার ঐখ্যা লাভ হয় ।



পাসনে হ্রিমাদিপ্রাপ্তিঃ ফলম্, তেনানৈশ্বর্যাদিমুত্য়ামতীত্য অসম্ভৃত্যা অব্যাক্তোপাসনয়া অমৃতং প্রকৃতিলয়লক্ষণমশ্রুতে । “সম্ভৃতিঞ্চ বিনাশঞ্চ” ইত্যত্র অবর্ণলোপেন নির্দেশো দ্রষ্টব্যঃ, প্রকৃতিলয়লক্ষণতানুরোধাৎ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বোক্ত কারণে এবং একই ব্যক্তির অনুষ্ঠানের যোগ্য বলিয়াও যে ব্যক্তি বুঝিতে পারেন যে, সম্ভৃতি ( অসম্ভৃতি ) ও বিনাশ, এই উভয়ই এক ব্যক্তির অনুষ্ঠান-যোগ্য ; সেই ব্যক্তি প্রথমে বিনাশ ( হিরণ্যগর্ভাদির ) উপাসনা দ্বারা অগ্নিাদি ঐশ্বর্য লাভ করেন, পশ্চাৎ সেই ঐশ্বর্যদ্বারা অনৈশ্বর্য, অধর্ম ও বিষয়-বাসনা প্রভৃতি দোষরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করেন । অনন্তর, প্রকৃতিসংজ্ঞক অসম্ভৃতির উপাসনা-দ্বারা অমৃত লাভ করেন, অর্থাৎ প্রকৃতিতে বিলীন থাকেন ।

‘ধর্ম্য ( গুণ ) ও ধর্ম্মী ( গুণবান্ ) ভিন্ন বা পৃথক্ নহে,’ এই নিয়মানুসারে বিনাশ-ধর্ম্মযুক্ত ( বিনাশী ) হিরণ্যগর্ভাদিকেই এখানে ‘বিনাশ’ বলা হইয়াছে । আর চন্দের অনুরোধে ‘অসম্ভৃতি’-শব্দের অকারের লোপ করিয়া ‘সম্ভৃতি’ করা হইয়াছে ; সুতরাং উহার অর্থ— অসম্ভৃতি—প্রকৃতি । এই কারণেই উহার উপাসনায় প্রকৃতি-লয়-রূপ ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে ; সম্ভৃতি-পদবাচ্য কোন জন্তু-পদার্থের উপাসনায় প্রকৃতিতে লয় হইতে পারে না ॥ ১৪ ॥

হিরণ্যয়েন পাত্রেণ সত্যশ্রাপিহিতং মুখম্ ।

তৎ ত্বং পুষ্পপাবু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫ ॥

হিরণ্যয়েন ( জ্যোতির্ঘর্ষণে ) পাত্রেণ ( অপিধানভূতেন ) সত্যশ্র ( আদিত্য-মণ্ডলস্থ ব্রহ্মণঃ ) মুখং ( প্রাপ্তিদ্বারম্ ) অপিহিতম্ ( আচ্ছাদিতম্ ) । পুষ্প ! ( জগৎপোষক ! পরমায়ন ! ) ত্বং সত্যধর্ম্মায় ( সত্যধর্ম্মানুষ্ঠাত্রৈ মহ্যং সত্যধর্ম্মমম ইতি বা ) দৃষ্টয়ে ( সত্যশ্র সাক্ষাৎকারায় ) তৎ ( মুখম্ ) অপাবু ( অপাবৃতম্ অনাচ্ছাদিতম্—উন্মুক্তং কুরু ) ॥

হে পৃথ্বী ( জগৎপোদক ! ) জ্যোতির্ষ্য পাত্র ( সূর্য্যমণ্ডল ) দ্বারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধির দ্বার আনত হইয়া আছে, তুমি তাহা অপনীত কর ; সত্যধর্ম-পরায়ণ আমি উহা দর্শন করি ॥ ১৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

মানুষ-দৈববিভ্রাসাধ্যং ফলং শাস্ত্রলক্ষণং প্রকৃতিলাভ্যন্তম্ ; এতাবতী সংসারগতিঃ । অতঃপরং পূর্ব্বোক্তম্ “আত্মৈবাত্মভূদ্বিজানতঃ” ইতি সর্ব্বাভাব এব সর্ব্বেষণাসম্মাস জ্ঞাননিষ্ঠাফলম্ । এবং দ্বিপ্রকারঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিলক্ষণো বেদার্থোহত্র প্রকাশিতঃ । তত্র প্রবৃত্তিলক্ষণস্ত বেদার্থস্ত বিধিপ্রতিষেধলক্ষণস্ত কৃত্যস্ত প্রকাশনে প্রবর্ত্তাস্তং ব্রাহ্মণমুপপত্তম্ । নিবৃত্তিলক্ষণস্ত বেদার্থস্ত প্রকাশনে অত উক্তং বৃহদারণ্যকমুপপত্তম্ । তত্র নিষেকাদিশাশানাস্তঃ কস্য কুর্দান্ জিজীবিষেদ্ যো বিত্তয়া সহাপরব্রহ্মবিষয়য়া । তদুক্তঃ “বিত্তাং চাবিত্তাং চ যন্তদবেদোভয়ঃ সহ । অবিত্তয়া নৃত্বাং তীর্ত্বা বিত্তয়াহ-মৃভমগৃতে” ইতি । তত্র কেন মার্গেণ অমৃতম্ অশ্নতে ইত্যুচ্যতে,—“তৎ যৎ তৎ সত্যমসৌ স আদিত্যঃ, য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ, যশ্চায়ং দক্ষিণেহক্ষন্ পুরুষঃ, এতদুভয়ং সত্যং ব্রহ্মোপাসীনো যথোক্তকস্যকৃচ্চ যঃ, সোহন্তকালে প্রাপ্তে সত্য-জ্ঞানমায়নঃ প্রাপ্তিধারং যাচতে হিরণ্ময়েন পাত্রেণ । হিরণ্ময়নিব হিরণ্ময়ঃ জ্যোতি-শ্ময়মিত্যেতৎ । তেন পাত্রেণেব অপিধানভূতেন সত্যশ্চৈব আদিত্যমণ্ডলস্থস্ত ব্রহ্মণঃ অপহিতম্ আচ্ছাদিতং মুখং দ্বারম্, তৎ স্বং হে পৃথ্বী অপারগ্ অপসারয়, সত্যধর্ম্মায়—তব সত্যস্ত উপাসনাং সত্যং ধর্ম্মো যস্ত মম সোহহং সত্যধর্ম্মা তস্মৈ মহান্, অথবা যথাভূতস্ত ধর্ম্মস্তানুষ্ঠাত্রে, দৃষ্টয়ে তব সত্যায়ন উপলক্ষয়ে ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

মানুষবিষয়—পশু, ভূমি, হিরণ্যাদি ও দৈববিষয়—দেবতা-চিন্তাদি, এই উভয়প্রকার বিস্তারিত শাস্ত্রোক্ত যে সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হইতে পারে, প্রকৃতিতে লয় হওয়াই সেই সকল কর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল । কিন্তু সেই সমস্ত ফলই সংসারের অন্তর্গত ও ধ্বংসশীল, (মুক্তির সহিত এ সকলের বড় বেশী সম্বন্ধ নাই) । সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সম্মাস বা জ্ঞান-নিষ্ঠা অবলম্বনের ফল—সর্ব্বভাব-ভাব

প্রাপ্তি । এই উভয়প্রকার ফলই পূর্বপূর্ব মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে :  
মৃতরাং বলিতে হয় যে,—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এই উভয়বিধ বৈদিক  
ধর্মই অতীত মন্ত্রসমূহে প্রদর্শিত হইয়াছে । তন্মধ্যে, বৈদিক বিধি-নিষে-  
ধাত্মক যে সকল বিষয় প্রবৃত্তিপথের উপযোগী, তন্নির্ণয়ার্থ ‘প্রবর্গ  
কাণ্ড’ ( একপ্রকার উপাসনাপদ্ধতি ) উক্ত হইয়াছে, তাহার পর  
নিবৃত্তি-পথের উপযোগী প্রমাণ-সমূহও বৃহদারণাকোপনিষৎ হইতেই  
উদ্ধৃত হইয়াছে ।

[ এখন বুঝিতে হইবে যে, ] যে লোক অপর ব্রহ্ম হিরণ্য-  
গর্ভাদির উপাসনা-সহকারে শ্মশানান্ত ( মৃত্যু পর্য্যন্ত যে সকল কর্ম  
বিহিত আছে, সেই সকল ) কর্ম সম্পাদন করিয়া, জীবনধারণ করিতে  
ইচ্ছা করেন, তাঁহার জন্য দশম মন্ত্রে অবিচ্ছাদ্বারা মৃত্যু অতিক্রমপূর্বক  
বিচ্ছাদ্বারা অমৃত লাভের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ।

পূর্বোক্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-পথের মধ্যে কোন পথে প্রকৃত  
অমৃতত্ব লাভ করা যাইতে পারে, এখন তাহার বিষয় কথিত  
হইতেছে,—[ শ্রুতিতে আছে, ] ‘এই আদিত্যই সত্য পুরুষ ; সূর্য্যমণ্ডল-  
স্থিত পুরুষ, ও দক্ষিণ চক্ষুতে সন্নিহিত পুরুষ, এই উভয়ই সত্য  
স্বরূপ ব্রহ্ম ।’ যে লোক এই ব্রহ্ম-পুরুষের উপাসনা করে, এবং  
শাস্ত্র-বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করে, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, সেই  
লোক “হিরণ্যয়েন পাত্রেণ” ইত্যাদি মন্ত্রে এইরূপে আত্ম-লাভের উপায়  
প্রার্থনা করিয়া থাকেন,—হে পূবন্ ! ( জগৎপোষক ! ) হিরণ্য অর্থাৎ  
জ্যোতির্ময় ( মণ্ডলরূপ ) পাত্রদ্বারা সেই সত্যব্রহ্মের প্রাপ্তি-পথ  
আবৃত আছে ; সত্যরূপী তোমার উপাসনায় এবং প্রকৃতধর্মের সেবায়  
আমি সত্যধর্ম লাভ করিয়াছি ; অতএব আমি যাহাতে সত্য ও  
আত্মস্বরূপ তোমার রূপ দর্শন করিতে পারি, সেইরূপে আমার নিকট  
হইতে সেই হিরণ্য পাত্রের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া দাও ॥ ১৫ ॥

পৃষ্মৈকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য

বৃহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো ।

যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি,

যোহসাবনৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি ॥ ১৬ ॥

পৃষন্ (হে জগৎপোষক সূর্য্য !), একর্ষে (একাকিগমনশীল !), যম ( সর্বসংযম-কারিন্ ) সূর্য্য ( ভূমাদিদসগ্রাহিন্ ! ) প্রাজাপত্য ( প্রজাপতিসম্ভূত ! ) রশ্মীন্ ( মম চক্ষুশ উপতাপকান্ ) বাহ ( বিগময় ), তেজঃ ( আয়ীয়াং জ্যোতিঃ ) সমূহ ( সংকোচয় ) । তে ( তব ) যৎ কল্যাণতমং ( অত্যন্তশোভনং পুরমমঙ্গলং বা ) রূপং তে ( তব ) [ আত্মরূপিণঃ প্রসাদাৎ ] তৎ [ অহং ] পশ্যামি । যঃ অসৌ ( জাগ্রদাদাবস্থাত্ময়-সাক্ষী আদিত্য মণ্ডলস্থঃ ) পুরুষঃ, সঃ অহম্ অস্মি ভবামি ।

‘ হে জগৎপোষক, একচর, সংযমনকারিন্ প্রজাপতিসম্ভূত সূর্য্য ! রশ্মিসমূহ দূর কর ; এবং তীব্রতেজঃ সঙ্কোচিত কর ; তোমার যাহা অতি মঙ্গলময় রূপ, তাহা দর্শন করি । এই যে, মণ্ডলস্থ পুরুষ, আমিও তৎস্বরূপ ইহিয়াছি ॥ ১৬ ॥ ]

শাক্তরত্নাষাম্ ।

পৃষ্মিতি । হে পৃষন্ ! জগতঃ পোষণাৎ পৃষা রবিঃ, তথৈক এব ঋষতি গচ্ছ-  
তীত্যেকর্ষিঃ, হে একর্ষে ! তথা সর্বস্ত্র সংযমনাদ্ যমঃ, হে যম ! তথা রশ্মীনাং  
প্রাণানাং রসানাঞ্চ স্বীকরণাৎ সূর্য্যঃ, হে সূর্য্য ! প্রজাপতেরপত্যাং প্রাজাপত্যঃ,  
হে প্রাজাপত্য ! বৃহ বিগময় রশ্মীন্ স্বান্ । সমূহ একীকুরু উপসংহর তে  
তেজস্তাপকং জ্যোতিঃ । যৎ তে তব রূপং কল্যাণতমমত্যন্তশোভনম্, তৎ তে  
তবাত্মনঃ প্রসাদাৎ পশ্যামি । কিঞ্চ, অহং ন তু স্বাং হৃত্যবদ্ যাচে, যোহসাবাদিত্য-  
মণ্ডলস্থো ব্যাহৃত্যবয়বঃ পুরুষঃ পুরুষাকারত্বাৎ, পূর্ণং বা অনেন প্রাণবুদ্ধাত্মনা  
জগৎ সমস্তমিতি পুরুষঃ, পুন্নি শয়নাদ্বা পুরুষঃ, সোহহমস্মি ভবামি ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

হে জগৎপোষণকারিন্ পৃষন্, হে একাকী বিচরণশীল—একর্ষে,  
হে সর্বসংহারকারিন্—যম, হে তেজঃ ও রশ্মিগ্রাহিন্—সূর্য্য,

হে প্রজাপতিনন্দন—প্রাজাপত্য ! তুমি তোমার রশ্মিসমূহ অপসারিত কর, এবং সম্ভাপকর তেজকে সংকোচিত কর ; তোমার যাহা অতিশয় কল্যাণময়—সুন্দর রূপ, তাহা তোমার অনুগ্রহে দর্শন করিব । অপিচ, আমি তোমার নিকট ভূত্যের ন্যায় প্রার্থনা করিতেছি না ; পরন্তু এই যে, আদিত্য মণ্ডলস্থ পুরুষ, ব্যাহতি ( ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ) তাঁহার অবয়ব এবং পুরুষের মত তাঁহার আকৃতি বলিয়াই হউক, অথবা, প্রাণ ও বুদ্ধি প্রভৃতিরূপে তাহা দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত বলিয়াই হউক, কিংবা হৃৎপদরূপ পুরে বাস করেন বলিয়াই হউক, তিনি ‘পুরুষ’-পদবাচ্য ; আমি তাঁহারই স্বরূপ ॥ ১৬ ॥

বায়ুরনিলমমৃতমথৈদং ভস্মাস্তং শরীরম্ ।

ঔম্ ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর, ক্রতো স্মর

কৃতং স্মর ॥ ১৭ ॥

অথ ( ইদানীং ) [ মরিস্যতঃ মম ] বায়ুঃ ( প্রাণঃ ) অনিলম্ ( অধিদৈবভূতং সৰ্ব্বাত্মকং ) অমৃতং ( সূত্রাত্মানম্ ) ( প্রতিপত্ততাম্ ইতি শেষঃ ) । ইদং শরীরম্ [ অগ্নৌ হতং সং ] ভস্মাস্তং [ ভূয়াং ] । ঔম্ ( ব্রহ্মপ্রতীকস্বাং সশক্তিকং ব্রহ্ম ) ক্রতো ! ( হে সংকল্পাত্মক মনঃ ) [ অধুনা কর্তব্যং কৰ্ম্ম ] স্মর ( চিন্তয় ), কৃতং ( যাবজ্জীবনমুপস্থিতং কৰ্ম্ম চ ) স্মর ।

অনন্তর আমার প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে এবং এই শরীর ভস্মেতে মিলিত হউক । হে চিন্তাশীল মন ! তুমি তোমার কৃত ও কর্তব্য বিষয় স্মরণ কর ॥ ১৭ ॥

শাক্তভাষ্যম্ ।

বায়ুরিতি । অথৈদানীং মম মরিস্যতো বায়ুঃ প্রাণোহধ্যায়পরিচ্ছেদং হিহা অধিদৈবভাত্মানং সৰ্ব্বাত্মকমনিলমমৃতং সূত্রাত্মানং প্রতিপত্ততামিতি বাক্য-শেষঃ । লিঙ্গক্ষেদং জ্ঞানকৰ্ম্মসংস্কৃতমুৎক্রামদ্বিতি দ্রষ্টব্যম্, মার্গ-বাচনসামর্থ্যাৎ । অথৈদং শরীরমগ্নৌ হতং ভস্মাস্তং ভূয়াং । ঔমিতি যথোপাসনম্ ঔম্ প্রতীকাত্ম-কস্বাং সত্যাত্মকমধ্যাত্মাং ব্রহ্মাভেদেনোচ্যতে । হে ক্রতো সঙ্কল্পাত্মক স্মর যৎ মম

অন্তব্যং, তত্ত কালোহয়ং প্রতাপস্থিতং, অতঃ স্মর । এতাবস্তং কালং ভাবিতং কৃত-  
মগ্নে (১) স্মর—যং ময়া বালাপ্রতাপস্থিতং কর্ম্ম, তচ্চ স্মর । ক্রতো স্মর, কৃতং  
স্মরেতি পুনর্দর্শনমাদরার্থম্ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এখন আমার গৃহকাল উপস্থিত ; এখন আমার প্রাণবায়ু অধ্যাত্ম-  
সীমা, অর্থাৎ দৈহিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া বায়ুর অধিদেবতা সূত্রাত্মকে  
( সূক্ষ্ম রূপ ) প্রাপ্ত হউক, এবং সদসৎ চিন্তা ও শুভাশুভ কর্ম্মের  
সংস্কার যুক্ত এই লিঙ্গ শরীর \* স্মৃলদেহ হইতে বহির্গত হউক, অন্তরে  
এই শরীর অগ্নিতে আত্মত হইয়া ভস্মে পরিণত হউক । হে ক্রতো—  
শুভাশুভচিন্তাকারিন্ মন ! এখন স্মরণ কর, যাহা তোমার স্মরণ  
করা উচিত ; তাহার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে । শৈশব  
হইতে এ কাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছ, তাহাও স্মরণ কর ।  
আগ্রহাতিশয়ে একই কথার পুনরুক্তি করা হইয়াছে । উপাসনা কালে  
প্রথমেই প্রণবের ব্যবহার হয় ; তদনুসারে এখানেও সত্যরূপী অগ্নি  
ও ব্রহ্মের অভিন্নতা জ্ঞাপনার্থ সর্বদাত্তবোধক প্রণবের প্রথমে প্রয়োগ  
করা হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

অগ্নে নয় স্পৃথা রায়ে অস্মান্ \*

বিস্থানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্ ।

যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো

ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম ॥ ১৮ ॥

\* অগ্নে ইতি কৃতিং পাঠঃ ।

(\*) তাৎপৰ্য্য—স্মল শরীরের অন্তঃস্থরে আরো একটি শরীর আছে, তাহার নাম ‘লিঙ্গশরীর ।  
নিম্নলিখিত সপ্তদশটি অবয়বে সেই শরীর নিম্নিত । সেই সতেরটি অবয়ব এই,—প্রাণ, অপান,  
ব্যান, উদান ও সমান, এই পঞ্চ প্রাণ, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কশ্মেন্দ্রিয়, এবং মন ও বুদ্ধি ।  
উক্ত লিঙ্গশরীরেই জীবগণের শুভাশুভকর্ম্মের এবং সদসৎ চিন্তার সংস্কার নিহিত থাকে । জীব  
এই শরীরে থাকিয়াই স্বর্গ নরকাদি স্থানে গমন ও কৰ্ম্মানুযায়ী ভোগ সম্পাদন করে । জীবের  
বুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার নাম বা বিলয় হয় না ।

ওঁ পূৰ্ণমদঃ পূৰ্ণমিদং পূৰ্ণাং পূৰ্ণমুদচ্যতে ।

পূৰ্ণস্ত পূৰ্ণমাদায় পূৰ্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

ঈশোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

হে অগ্নে, অস্মান্ রায়ে (ধনায়, কৰ্ম্মফলভোগায়) সুপথা (শোভনেন দেবযানাপ্থ্য-  
মার্গেণ) নয় (গময়) । হে দেব, [ ত্বং ] বিশ্বানি ( সৰ্ব্বাণি ) বয়ুনানি ( কৰ্ম্মাণি,  
জ্ঞানানি বা ) বিদ্বান্ ( জ্ঞানন্ ) অস্মৎ ( অস্মত্তঃ ) জুহুৱাণং ( কুটিলম্ ) এনঃ  
( পাপং ) যুযোধি ( বিযোজয়, নাশয়েতিবাবৎ ) । তে ( তুভ্যাং ) ভূয়িষ্ঠাং ( বহুতরাং )  
নম-উক্তিং ( নমস্কারবচনং ) বিধেম (নমস্কারেণ ত্বাং প্রসাদয়েম ইতি ভাবঃ) ।

হে অগ্নি ! তুমি আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাও । হে দেব ! তুমি আমাদের  
সমস্ত কৰ্ম্মই জ্ঞান ; আমাদের অপকারী পাপসমূহ বিদূৰিত কর । আমরা প্রচুর  
পরিমাণে তোমাকে নমস্কার করিতেছি ॥ ১৮ ॥

‘ শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

পুনরন্তেন মন্ত্ৰেণ মার্গং যাচতে,—অগ্নে নয়তি । হে অগ্নে, নয় গময়, সুপথা  
শোভনেন মার্গেণ । সুপথেতি বিশেষণং দক্ষিণমার্গ-নিবৃত্তার্থম্ । নিবিব্লোহহং  
দক্ষিণেন মার্গেণ গতগতলক্ষণেন, অতো যাচে ত্বাং পুনঃপুনর্গমনাগমনবর্জিতেন  
শোভনেন পথা নয় । রায়ে ধনায়—কৰ্ম্মফলভোগায়ৈতার্থঃ । অস্মান্ যথোক্তধৰ্ম্ম-  
ফলবিশিষ্টান্, বিশ্বানি সৰ্ব্বাণি, হে দেব, বয়ুনানি কৰ্ম্মাণি প্রজ্ঞানানি বা বিদ্বান্  
জ্ঞানন্ । কিঞ্চ, যুযোধি বিযোজয় বিনাশয়—অস্মৎ অস্মত্তো জুহুৱাণং কুটিলং বঞ্চ-  
নাত্মকমেনঃ পাপম্ । ততো বয়ং বিগুহ্বাঃ সন্ত ইষ্টং প্রাপ্যাম ইত্যভিপ্রায়ঃ ।  
কিন্তু বয়মিদানীং তে ন শক্যম্ পরিচর্যাং কৰ্ত্তুন্ ; ভূয়িষ্ঠাং বহুতরাম্ তে তুভ্যাং  
নম-উক্তিং নমস্কারবচনং বিধেম নমস্কারেণ পরিচরেম ইত্যর্থঃ ।

“অবিভ্রা মৃত্যুং তীৰ্ণা বিভ্রাহমৃতমশ্নতে ।” “বিনাশেন মৃত্যুং তীৰ্ণা  
সমুত্যাহমৃতমশ্নতে” ইতি ব্রহ্মা কেচিং সংশয়ং কুৰ্ব্বন্তি, অতন্তদ্বিরাকরণার্থং  
সজ্জপতো বিচারণাং ঈরিষ্যামঃ । তত্র তাবৎ কিল্মিষিত্তঃ সংশয় ইত্যুচ্যতে ;—  
বিভ্রা-শব্দেন মুখ্যা পরমাত্মবিভ্রাব কস্মাৎ ন গৃহ্যতেহমৃতত্বঞ্চ ? ননুভ্রায়াঃ পরমাত্ম-

বিজ্ঞায়াঃ কৰ্ম্মণশ্চ বিরোধাৎ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ । সত্যম্, বিরোধস্ত নাবগম্যতে, বিরোধাবিরোধয়োঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বাৎ ; যথা অবিত্যানুষ্ঠানং বিজ্ঞাপাসনঞ্চ শাস্ত্র-প্রমাণকম্, তথা তদ্বিরোধাবিরোধাবপি । যথা চ “ন হিংস্তাৎ সৰ্ব্বা ভূতানি ইতি” শাস্ত্রাদবগতঃ পুনঃ শাস্ত্রেনৈব বাধ্যতে, “অধ্বরে পশুং হিংস্তাদ্” ইতি, এবং বিজ্ঞা-বিজ্ঞায়োরপি স্তাৎ । বিজ্ঞাকৰ্ম্মণশ্চ সমুচ্চয়ো ন “দূরমেতে বিপরীতে বিষুটী, অবিত্যা, যা চ বিজা” ইতি শ্রুতেঃ । “বিজ্যাং চানিজ্যাং চ” ইতিবচনাদবিরোধইতি চেৎ, ন ; হেতু-স্বরূপ-ফলবিরোধাৎ । বিজ্যাবিজ্যা-বিরোধাবিরোধয়োৰ্বিকল্পাসম্ভবাৎ সমুচ্চয়-বিধানাদবিরোধ এবতি চেৎ, ন ; সহসম্ভবানুপপত্তেঃ । ক্রমেণৈকাক্ষয়ে স্তাতাং বিজ্যাবিজ্যে ইতি চেৎ, ন ; বিজ্যোৎপত্তৌ অবিত্যায়া হস্তত্বাৎ তদাক্ষয়ে-বিজ্যানুপপত্তেঃ । ন হ্যগ্নিরূক্ষঃ প্রকাশশ্চেতিবিজ্ঞানোৎপত্তৌ যস্মিন্মিশ্রয়ে তদুৎপন্নং, তস্মিন্নেবাক্ষয়ে দীতোহগ্নিরপ্রকাশো বেত্যবিত্যায়া উৎপত্তিঃ, নাপি সংশয়োহজ্ঞানং বা । “মস্মিন্ সৰ্ব্বাণি ভূতান্ভাব্যভূতদ্বিজ্ঞানতঃ । তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনু-পশ্যতঃ ॥” ইতি শোকমোহাসম্ভবশ্রুতেঃ । অবিত্যাসম্ভবান্তত্বপাদনস্ত কৰ্ম্মণো-হনুপপত্তিমবোচ্যমঃ, অমৃতমশ্নুত ইত্যাপেক্ষিকমমৃতম্ । বিজ্যাশব্দেন পরমায়-বিজ্যা ঐহগ্ণে হিরণ্যয়েন ইত্যাদিনা দ্বার-মার্গাদিযাচনমনুপপন্নং স্তাৎ । তস্মাদুপাসনয়া সমুচ্চয়ঃ ন, পরমায়বিজ্ঞানেনেতি যথাস্মাভিধাখ্যাত এব মন্ত্রাণামর্থ ইত্যুপরম্যতে ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদশিষ্যস্ত পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্ত

শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ বাজসনেয়সংহিতোপনিষদ্বাখ্যং সম্পূর্ণম্ ॥

সেয়মল্পপদোপেতা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা ।

শ্রীদুর্গাচরণায়াত সরলা স্তাৎ সতাং মুদে ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পুনশ্চ অপর মন্ত্রে অভীষ্ট পথ প্রার্থনা করিতেছেন,—হে অগ্নি ! আমাকে সুপথে লইয়া যাও । ‘সুপথ’ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, আমি কৰ্ম্মিগণের দক্ষিণ-পথে বহুবার গমন করিয়া জন্ম-মরণ যাতনা ভোগ করিয়াছি । এখন তাহাতে নির্বেদ ( বৈরাগ্য ) হইয়াছে, আর যেন সেই দক্ষিণ-পথে যাইয়া যাতনা ভোগ করিতে



না হয়, তাহা তুমি কর, অতি সুন্দর দেবযান পথে লইয়া যাও এবং আমাদের উপযুক্ত ফল প্রদান কর ।

হে দেব ! তুমি আমাদের আচরিত কৰ্ম ও জ্ঞান, সমস্তই জান ; অতএব কুটিলস্বভাব ( আপাততঃ মনোরম কিন্তু পরিণামে ক্লেশ-প্রদ ) পাপসকল বিদূরিত কর ; তাহা হইলেই আমরা নিষ্পাপ—বিশুদ্ধ হইয়া শুভ ফল পাইতে পারিব । হে দেব ! এখন মৃত্যুকাল উপস্থিত ; এ সময় আর অন্য প্রকারে তোমার পরিচর্যা করিতে পারিতেছি না, অতএব কেবলই নমস্কার করিতেছি ; অর্থাৎ কেবল নমস্কার দ্বারাই তোমার আরাধনা করিতেছি ; তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদের অভীষ্ট ফল প্রদান কর ।

ভাষ্যকার বলিতেছেন,—‘অবিद्या’ ও ‘বিনাশসেবার’ ফল মৃত্যু অতিক্রম করা, আর বিद्या ও অসম্ভূতি-সেবার ফল অমৃতত্ব লাভ ; এই দ্বিবিধ ফল শ্রুতি দর্শন করিয়া কেহ কেহ শঙ্কা করিয়া থাকেন যে, আমরা যে প্রকার বিद्या ও অবিদ্যার এবং অসম্ভূতি ও বিনাশের সেবায় বিরোধ ও অবিরোধের ব্যবস্থা করিয়াছি, তাহা বোধ হয় সত্য নহে । সেই শঙ্কা নিবারণার্থ তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিচার করা আবশ্যক হইতেছে । তাহাদের আপত্তি এই যে, এখানে ‘বিद्या’ শব্দে প্রকৃত বিद्या—পরমাত্ম-জ্ঞান ও অমৃতশব্দে মুখ্য অমৃতত্ব—মুক্তি অর্থ গ্রহণ না করিয়া অন্য অর্থ গ্রহণ করিবার কারণ কি ? অবশ্য একবার উপরেও আপত্তি হইতে পারে যে, পরমাত্ম-জ্ঞানের সহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানের বিরোধ যখন অপরিহার্য্য, তখন তদুভয়ের সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠান ত কিছুতেই হইতে পারে না ? হ্যাঁ, একথা সত্য বটে ; কিন্তু এখানে ত সেই বিরোধের সম্ভাবনা নাই ; কারণ, কাহার সহিত কাহার বিরোধ হইতে পারে, না পারে, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ । যে শাস্ত্র বিद्या ও অবিদ্যার উপাসনার বিধান করিতেছেন, সেই শাস্ত্রই যখন তদুভয়ের

সমুচ্চয়ে অনুমতি দিতেছেন, তখন তদ্বিষয়ে আর বিরোধ কি আছে ? যেমন, ‘কোন প্রাণীর হিংসা করিবে না’; এই শাস্ত্র যে প্রাণিহিংসার অকর্তব্যতা বা অবৈধতা জ্ঞাপন করিতেছে ; ‘যজ্ঞে পশুহিংসা করিবে’, এই শাস্ত্র আবার সেই প্রাণিহিংসারই অনুমতি দিয়া কর্তব্যতা বিধান করিতেছেন । তদুভয়ের বিরোধ নাই । বিদ্যা ও অবিদ্যা সম্বন্ধেও সেই কথা । ‘বিদ্যা ও অবিদ্যা বিপরীত ফল-প্রদ ও অত্যন্ত বিরুদ্ধ ; এই শাস্ত্র দ্বারা যেমন বিদ্যা ও অবিদ্যার সমুচ্চয় নিষিদ্ধ হইয়াছে ; তেমনি আবার “বিদ্যাং বা বিদ্যাং চ যন্ত-দেদোভয়ং সহ”, এই শাস্ত্র দ্বারা তদুভয়ের অবিরোধ বা সহানুষ্ঠানও সমর্থিত হইয়াছে । না,—এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না ; তাহা ‘হইলে বিদ্যা’ ও অবিদ্যার হেতু, স্বরূপ ও ফলের বিরোধ উপস্থিত হয়, অবিদ্যার হেতু—অজ্ঞান ( দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি প্রভৃতি । আর বিদ্যার হেতু ঠিক তাহার বিপরীত । এবং উভয়ের স্বরূপ ও ফল এক প্রকার নহে—সম্পূর্ণ পৃথক্ । সুতরাং বিদ্যা ও অবিদ্যার অবিরোধ বা সমুচ্চয় হইতেই পারে না ।

যদি বল, হয় বিদ্যার অনুশীলন, না হয় অবিদ্যার অনুষ্ঠান করিবে ; এইরূপে যখন বিকল্প-বাবস্থা হইতে পারে না, অথচ শাস্ত্র যখন উভয়ের সহানুষ্ঠানের বিধান দিতেছেন, তখন কখনই তদুভয়ের মধ্যে বিরোধ থাকিতে পারে না । না—একথাও সঙ্গত হইল না ; কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিপরীতভাবাপন্ন জ্ঞান ও কর্মের সহাবস্থান বা একসঙ্গে অনুষ্ঠান নিতান্তই অসম্ভব । যদি বল, এক সঙ্গে না হউক, পৌরোহিত্যক্রমেও একই ব্যক্তিতে আত্ম-বিদ্যা ও অবিদ্যা থাকিতে পারে ? না—তাহাও পারে না ; আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধিরূপ অবিদ্যা অন্তর্হিত হইয়া যায় ; সুতরাং সে অবস্থায় আর অবিদ্যা থাকিবার সম্ভব কি ? দেখ, যে

লোক বুঝিয়াছে যে, অগ্নি স্বভাবতই উষ্ণ ও প্রকাশময় ; আর কখনও কি তাহার ‘অগ্নি শীতল ও প্রকাশহীন’ এইরূপ ভ্রম, সংশয় ; কিংবা বিপরীত জ্ঞান হইতে পারে ? “যস্মিন্ সর্বত্রাণি ভূতানি” ইত্যাদি শ্রুতি ত স্পষ্টাক্ষরেই বলিতেছেন যে, আত্মৈকত্বদর্শীর আর কখনও শোক-মোহ সমুৎপন্ন হয় না । ইতঃপূর্বে আমরাও বলিয়াছি যে জ্ঞানীর পক্ষে অবিজ্ঞা বিধ্বস্ত হওয়ায়, তন্মূলক কৰ্ম্মানুষ্ঠানেরও সম্ভব নাই ।

এই শাস্ত্রে যে, ‘বিজ্ঞা’ শব্দ আছে, তাহার অর্থ আত্ম-জ্ঞান নহে, দৈবত-চিন্তাবিশেষ । ‘পরমাত্ম-জ্ঞান’ অর্থ হইলে আর আত্মলাভ বা অভীষ্টফলপ্রাপ্তির জন্য ‘হিরণ্যয়েন’ মন্ত্র দ্বারা আত্ম-লাভের দ্বার—সুপথ প্রার্থনা করিবার আবশ্যক হইত না । কারণ, আত্মজ্ঞ পুরুষের দেহত্যাগের পর আর কোথাও যাইতে হয় না, দেহত্যাগে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ হয় । এই কারণ ‘অমৃত’ শব্দের অর্থও মুখ্য অমৃতত্ব ( মুক্তি ) নহে—দীর্ঘকালস্থায়িত্ব মাত্র । \* অতএব, আমরা যে বলিয়াছি, উপাসনারূপ বিজ্ঞার সঙ্গেই কৰ্ম্মের সমুচ্চয়—পরমাত্ম-জ্ঞানের সহিত নহে ; সেই কথাই যুক্তিযুক্ত ॥ ১৮ ॥

ঈশাস্ত্রোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

---

\* তাৎপর্য্য, বিষ্ণুপুরাণে আছে, “আকৃতসংপ্রবং হানমমৃতত্বং হি ভাবতে ।” অর্থাৎ প্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত যে স্থিতি বা জীবনধারণ, তাহার নাম ‘অমৃতত্ব’ ! দেবত্যাগের যে অমৃতত্ব বা অমরত্ব, তাহাও এই জাতীয় ; পরম শাস্তিময় মুক্তি নহে ।